বাঘের উপর দাগ

স্ক্যান ও এডিটঃ সৈকত

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

বাঘ ও শেয়াল
এক সময়
গ্রাম-বাংলার বনে ও
পথে-প্রান্তরে সর্বত্র ছিল।
তাদের নিয়ে বাঙালির
ভাবনার অন্ত
ছিল না। বাঘের
বোকামি আর
শেয়ালের চালাকি
লোকগল্পের
অমর সম্পদ।
তাদের নিয়ে
হাসি, আনন্দ,
কৌতুক ও রঙ্গ
করেছে আমাদের
রসিক পূর্বপুরুষরা।
বাঘ, সিংহ, শেয়াল,
বানর, ভালুক ও
মানুষের গল্প
কার-না ভালো
লাগে ? শেয়াল ও শোয়ালী
কতভাবে যে বাঘকে
হারিয়ে দিয়েছে,
হাসতে হাসতে
পেটে খিল ধরে যায়।
মানুষও ওই শেয়ালকে
ভালোবাসে,
বাঘকে নাস্তানাবুদ হতে
দেখে খুশি
হয়, কারণ বাঘই তো মানুষ
ধরে খায়,
শেয়াল নয়। তারই
চমৎকার আলেখ্য।
ছোট-বড় সবার জন্য
সরস বই।

ISBN 984 - 469 - 000 - 5

সৈকত কালেকশন

বাঘের দ্রপর টাগ

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

স্ক্যান ও এডিটঃ সৈকত

দি মিডিয়া

সৈকত কালেকশন

বাঘের উপর টাগ : বিপ্রদাশ বড়ুয়া

প্রকাশকঃ মোশারফ হোসেন, দি মিডিয়া, ১৩০ নিউ সার্কুলার রোড, ঢাকা–১২১৭, ফোন ৪০৩৭৭৬। সৈয়দ ইকবাল অঙ্কিত প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ। নূশা কম্পিউটার, ৩৪ আজিমপুর সুপার মার্কেট, ঢাকা–১২০৫ কর্তৃক অক্ষর বিন্যাস। সিদ্ধেশ্বরী বুক সেন্টার এন্ড প্রিন্টার্স, ৭৭ সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা–১২১৭ কর্তৃক মুদ্রিত। প্রন্থস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০০, অক্টোবর ১৯৯৩। মূল্য: ৩৫.০০ টাকা

Bagher Upar Tag (Stories of Tiger & Fox) by Bipradas Barua. Publication by Mosharaf Husain, 130 New Circular Road, Dhaka-1217 Phone 403776. Cover & Design by Syed Iqbal. Date of Publication October 1993. Tk. 35.00

ISBN 984-469-000-5

সৈকত কালেকশন

উৎসর্গ

গোপালকৃষ্ণ, চিত্তরঞ্জন,
রঞ্জিতকুমার, অমলেন্দু, প্রমথ,
অলকেন্দু, নিপুলকান্তি বড়ুয়া
আমার প্রিয় শত্রু

সৈকত কালেকশন

সৈকত কালেকশন

সূচিপত্র

শেয়াল বানর ও বাঘের কাহিনী	৯
শেয়ালের বউ বাঘিনী	১১
বাঘের সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে	১৫
এক শেয়ালের বারো হাঁড়ি বুদ্ধি	১৮
মামার জয়	২৩
শেয়ালের চালাকী	২৬
শিশু পণ্ডিতের বিচার	৩১
বাঘের ওপর টাগ	৩৪
বুদ্ধির লড়াই	৩৮
টেবলাইন্যা	৪৪
তাঁতি ও ঘোড়ার ডিম	৫১
শেয়ালের বুদ্ধি	৫৮

সৈকত কালেকশন

সৈকত কালেকশন

লেখকের শিশু-কিশোর বই

দূরের পাখি কাছের পাখি (১৯৭৯)
তাঁতি ও ঘোড়ার ডিম (জাপানি ১৯৮৫, বাংলা ১৯৮৭)
সূর্য লুঠের গান (২য় সংস্করণ ১৯৯০)
বিদ্যাসাগর (১৯৮৮)
রোবট ও ফুল ফোটানোর রহস্য (১৯৮৮)
(অগ্রণী ব্যাংক শিশু -সাহিত্য পুরাস্কার ১৩৯৫)
আরব্য রজনী (২য় সংস্করণ ১৯৯২)
মুক্তিযোদ্ধার গল্প (১৯৯১)
সাত সমুদ্র তের নদী (১৯৯২)
সোহরাব রুস্তম (১৯৯২)
মলুয়া সুন্দরী (১৯৯২)
জাদুমানিক স্বাধীনতা (১৯৯২)

সৈকত কালেকশন

সৈকত কালেকশন

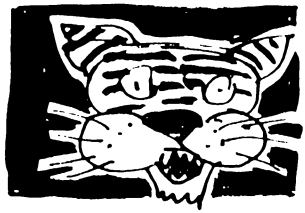

শেয়াল বানর ও বাঘের কাহিনী

সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, এক গাঁয়ের পাশে ছিল মস্ত বড় জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে ছিল মস্ত বড় এক পুকুর। সেই পুকুরের চার পাশে চারটা গর্ত ছিল। চার গর্তে চারটি জন্তু থাকত। একটাতে বাঘ, একটাতে শেয়ালী, একটাতে ছাগল আর একটাতে বানর। চার গর্তে চার জন থাকে। কারু সঙ্গে কারুর দেখা হয় না, কেউ কারুর ক্ষতিও করে না। এই গল্প শুনলেও কারুর ক্ষতি হবে না।

সেই শেয়ালীর বাচ্চা হবে। তখন সে ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। কারণ তার গর্তটা ছোট। ছোট গর্তে তার ছানাপোনা নিয়ে থাকবে কেমন করে। একটু বড়সড় জায়গা চাই, ছানাপোনার খেলার জায়গা দরকার। অনেক ভেবে-চিন্তে শেয়ালী গর্ত খুঁজতে বের হল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই বাঘের গর্তের মধ্যে ঢুকে দেখে বেশ বড়সড় ঘর। শেয়ালীর বাচ্চা হল সেই ঘরে। তিন-তিনটা বাচ্চা, শেয়ালী খুব খুশি।

কয়েক দিন পর বাঘ কোথা থেকে নিজের বাসায় ফিরছে। শেয়ালী দেখে মস্ত বড় এক বাঘ সেদিকে আসছে। বাঘকে দেখে শেয়ালী ভাবতে লাগল বুঝি ছানাপোনা নিয়ে সে আর বাঁচে না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সে ছানাপোনাদের খামচা দিয়ে, চিমটি দিয়ে কাঁদাতে লাগল। বাচ্চারাও কেঁদে উঠল। তখন শেয়ালী বাঘকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, এত কাঁদছিস কেন, এখুনি একটা বাঘ মেরে খাওয়ালাম, তাতেও পেট ভরল না? সবুর কর, দেখি আর কোনো বাঘ আসে কিনা।

বাঘ এই কথা শুনে ভয়ে ভোঁ-দৌড়। দৌড়ুতে দৌড়ুতে কিছুদূর যওয়ার পর দেখা হল বানরের সঙ্গে।

বাঘ বলল, বন্ধু, এখন তো আর এই জঙ্গলে থাকতে পারি না।

বানর বলল, কেন বন্ধু, এতদিন পর এ কথা কেন?

বাঘ বলল, আমার গর্তে শেয়াল না কী যেন ঢুকেছে। সে বাঘ ধরে ধরে তার ছানা-শিয়ালদের খাওয়াচ্ছে।

সৈকত কালেকশন

বানর তখন বাঘকে বলল, কও কী বন্ধু? চলো তো, কেমন সে জীব দেখে আসি? হিম্মত কত পরখ করি!

বাঘ বলল, বন্ধু, আমার যে ভয় করে!

বানর বলল,এতই যদি ভয় তাহলে এক কাজ করি। তোমার লেজের সঙ্গে আমার লেজ বেঁধে নিই। কেউ আর কাউকে ফেলে আসতে পারব না। দু' জন এক সঙ্গে থাকলে ভয় কী!

বাঘ তাতে রাজি হয়ে গেল।

বাঘ ও বানরকে এক সঙ্গে আসতে দেখে শেয়ালী খুব ভয় পেয়ে গেল। এবার বুঝি তার জান যায়! তবুও মনের মধ্যে সাহস এনে শেয়ালী বলল, কী রে বানর? তোকে বললাম মোটাসোটা দেখে একটা বাঘ ধরে আনতে, তা না একটা মরা বাঘ নিয়ে আসছিস? আয়, আগে তোকে ধরে খাই।

কিছুদূর আসার পর লেজের বাঁধন খুলে গেল

এই কথা শুনে বাঘ ভাবল, ওরে বাবা, এ তো বানরের চালাকি? অমনি সে বানরকে টান মেরে দিল ভোঁ-দৌড়।

কিছুদূর আসার পর লেজের বাঁধন খুলে গেল। অমনি বানর এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে পালাতে লাগল। বাঘ জান নিয়ে অন্য জঙ্গলে পালিয়ে বাঁচল।

শেয়ালী সেই থেকে ছানাপোনা নিয়ে সেই জঙ্গলে মহা সুখে দিন কাটাতে লাগল। আনন্দ আর ধরে না।

কেন ধরে না?

যে জানে, সেই জানে।

যে জানে না?

সে মুখ ভার করে থাকে।

সৈকত কালেকশন

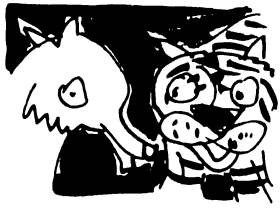

শেয়ালের বউ বাঘিনী

কার কথা আর বলব? বলব এক বাঘের কথা, শেয়ালের কাহিনী। সেই বনে আরো অনেক জীবজন্তু ছিল। তারা সবাই এক সঙ্গে থাকত। বাঘ কিন্তু মাংস ছাড়া কিছুই খায় না। তবে না পেলে অন্য কথা, তখন তো মানুষও অখাদ্য-কুখাদ্য খায়। সেই বাঘ পাশের গাঁও থেকে বড় বড় গরু, মোষ, ছাগল ও ভেড়া মেরে এনে নিজের ঘরে রাখত আর আরাম করে খেত। আয়েশ করে ঘুমোত। গরম লাগলে নদীতে গিয়ে নাইত।

বাঘের এরকম ভালো ভালো খাবার দেখে শেয়ালের আর একটুও ভালো লাগে না। তাই শেয়াল ফন্দি করতে লাগল, কী করে বাঘের আনা গোস্ত খাওয়া যায়।

শেয়াল তক্কে তক্কে থাকে। বাঘ কোন সময় বের হয়, কখন ফিরে আসে সব লক্ষ্য করে।

একদিন শেয়াল দেখল যে, বাঘ সকালে বেরিয়ে গেছে। ঘরে বাঘিনী একা। তখন শেয়াল আর দেরি না করে বাঘের দশাসই গর্তের মুখে গিয়ে এ্যয়সা গম্ভীর এক হাঁক দিল, বাঘ সাহেব গর্তে আছ নাকি!

শেয়ালের অমন কথা শুনে বাঘিনী একটু ভয় পেল। তাড়াতাড়ি বলল, সে এখন বাইরে গেছে। ঘরে নেই।

শেয়াল বলল, শোনো বাঘিনী, আমার কথা মন দিয়ে শোনো। কিছুদিন আগে বাঘ আমার থেকে কিছু খাবার কর্জ নিয়েছিল। এখনো পর্যন্ত সেই কর্জ শোধ করে নি। আজ থেকে সেই কর্জ শোধ করতে হবে। শোধ না করলে তোমার বংশ শেষ করে ফেলব।

শেয়ালের গরম গরম কথা শুনে বাঘিনী ভয় পেল, এবং বলল, তুমি এসো, আজ ভালো গোস্ত আছে। তুমি নিয়ে যাও।

শেয়াল তার কথা মতো গোস্ত নিয়ে বাড়ি ফিরল। এভাবে দশ-পনেরো দিন ধরে বাঘিনীর কাছ থেকে কর্জ আদায় করতে লাগল। বাঘিনীরও একথা বাঘকে বলবে বলবে করে বলা হয় না।

সৈকত কালেকশন

শেয়ালের অত্যাচারে বাঘিনী আর টিকতে পারে না। একদিন বাঘিনী সব কথা বাঘকে বলে দিল। বাঘ একথা শুনে রেগে একেবারে যা-তা হয়ে গেল।

তারপর বাঘিনীকে বলল, এক কাজ কর। আমি কাল শিকারে যাবার ছল করে বাইরে লুকিয়ে থাকব। শেয়াল এলে খুব খাতির-টাতির করে গোস্ত খাওয়াবি। কিছু গোস্ত শেয়ালকে নিতে বলবি। তখন আমি তাকে আচ্ছা করে ধোলাই দেব।

যে-কথা সে-কাজ। পরের দিন ঠিক আগের মতো শেয়াল গর্তের কাছে এসে হাঁকডাক শুরু করে দিল। বাঘিনী তখন শেয়ালকে বলল, তুমি ভেতরে এসে যত গোস্ত আছে সব নিয়ে যাও। আজ তোমার সব কর্জ শোধ করব।

শেয়াল খুশি মনে লেজ খাড়া করে গর্তে ঢুকে পড়ল। ইচ্ছে মতো খেল। তারপর গোস্ত মুখে করে নিয়ে আসবে ঠিক সে-সময় বাঘ এসে হাজির।

বাঘ গর্জে উঠে বলল, হারামজাদা, তুই ডাহা মিথ্যা বলে এভাবে গোস্ত নিয়ে যাস! আজ তোর মজা শেষ। তোর জান নেব।

একথা শুনে শেয়াল লেজ গুটিয়ে দিল দৌড়। বাঘও শেয়ালের পেছন পেছন ছুটল। শেয়ালও ছোটে, বাঘও ছোটে। অনেক ছোটাছুটি করেও বাঘ শেয়ালকে ধরতে পারল না। এক সময় শেয়াল টুক করে নিজের গর্তে ঢুকে পড়ল। বাঘও শেয়ালের গর্তে ঢুকতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু শেয়ালের গর্তের মুখ ছোট, বাঘ সেখানে ঢুকবে কী করে! বাঘ রাগে শেয়ালের গর্তে বার বার মাথা ঢোকায় আর গর্জন করে। কিন্তু পারল না। তার মাথাটাই শেষ পর্যন্ত গর্তের মুখে আটকে গেল। এভাবে বাঘ মরে গেল।

এদিকে বাঘের গর্জন শুনে শেয়ালের কাপড়-চোপড় একেবারে নষ্ট। শেষে অনেকক্ষণ শব্দ না শুনে শেয়াল গর্তের আরেকটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখে কম্ম শেষ। বাঘের ভবলীলা সাঙ্গ। নড়াচড়া নেই। শেয়ালের খুশি দেখে কে! এতদিনে তার মনের আশা পুরোল। শেয়াল বাঘকে টেনে এক পাশে ফেলে রাখল।

মোচে তা দিয়ে শেয়াল আস্তে আস্তে বাঘিনীর কাছে গেল। হুয়া হুয়া গর্জন করে বাঘিনীকে গর্তের বাইরে এনে বলল, এখন কেমন? আমার কর্জ শোধ না করে বাঘ আমাকে মারতে চেয়েছিল। এখন তার ফল দেখো। আমার সঙ্গে তার ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গেল। আর মরলও এক থাপ্পর খেয়ে।

এই না শুনে বাঘিনী কাঁদতে লাগল।

সৈকত কালেকশন

শেয়াল বলল, আর কাঁদিস না। বাঘ মরার সময় আমাকে বলে গেছে তোকে বিয়ে করতে। বলেছে, বাঘিনীকে তুই বিয়ে করিস। এই দুনিয়ার ওর কেউ নেই। বাঘিনীকে তুই ভালো মতো দেখা-শোনা করিস। ভালো ভালো খাওয়াস, ভালো ভালো জামা-কাপড় পরাস। আমি বাঘকে কথা দিয়েছি। হাজার হোক মরণকালের শেষ মিনতি তো রাখতে হয়।

শুনে বাঘিনী ফোঁস ফোঁস করতে লাগল।

বাঘ রাগে শেয়ালের গর্তে বার বার মাথা ঢোকায় আর গর্জন করে

শেয়াল বলল, এতে কান্নার কী আছে! আজেবাজে চিন্তা রাখ। আমার সঙ্গে বিয়ে বস। তোকে বউ করে আমি ঘরে নিয়ে যাব। ভালো ভালো মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি খাওয়াব।

শেয়ালের এসব চোটপাট শুনে বাঘিনীর কান্না গেল থেমে। ভয়ে অস্থির হয়ে শেয়ালের কথায় রাজি হয়ে গেল।

শেয়াল তখন বনের সবাইকে বিয়ের দাওয়াত দিল। বাদ্য বাজল। বনের গুইসাপ থেকে সিংহ পর্যন্ত সবাই এল। শেয়াল তো খুব চালাক। সিংহের কানে কানে সব কথা বলে দিল। সিংহ তখন শেয়ালের কথায় রাজি হয়ে মাথায় টুপি দিয়ে শেয়ালের সঙ্গে বাঘিনীর বিয়ে পড়িয়ে দিল। ধুমধাম করে খাওয়া-দাওয়া হল।

তারপর শেয়াল বাঘিনীকে বউ করে নিজের ঘরে চলে গেল। ঘরটা বড়সড় করে নিল।

শেয়ালের কাণ্ড দেখে শেয়ালী রেগেমেগে অস্থির। রেগে গেলে কী হবে! সেই শেয়াল ছিল সব শেয়ালের মতব্বর। সবার ঝগড়া-ফ্যাসাদ সে মেটায়। বুদ্ধিতে ওর সঙ্গে কেউ পারত না। কাজেই শেয়ালী আর কতটুকুই বা করতে পারে।

শেয়াল তখন শেয়ালীকে বলল, রাগ করো না বউ। তুমি হলে আমার বড় বউ। সংসারের সব দায়িত্ব তোমার। তোমার হাতে থাকবে চাবি। তুমি খাবে-দাবে, ঘুমাবে। হুকুম দেবে ছোট বউ বাঘিনীকে। আর শোনো, কানে কানে বলি, বাঘিনী আমার ঘরে থাকলে বনের সব শেয়াল-শেয়ালী আমাদের আরো বেশি ভয় পাবে, সমীহ করবে। ভয় বেশি পেলেই তো বেশি সম্মান করবে। এসব চিন্তা করে আমি বাঘিনীকে ঘরের বউ করে এনেছি।

শেয়ালের এসব কথা শুনে শেয়ালী খুব খুশি হল। তারপর থেকে শেয়াল ও বাঘিনীকে নিয়ে শেয়াল মহা সুখে ঘর সংসার করতে লাগল। তোমরাও গল্প শুনে খাও-দাও, সুখে দিন কাটাও।

তারপর আপেল পড়ল আকাশ থেকে, একটা আপেল কার? না আমার। আরেক আপেল নিল সে, এ কাহিনী বলল যে। বাকি আপেলটা পেল কে? এই কাহিনী শুনল যে।

শাবাশ শাবাশ শাবাশ।

সৈকত কালেকশন

বাঘের সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে

এখন নয়, অনেক আগে এক বনে ছিল এক শেয়াল। সেবার বনে খাওয়া-দাওয়ার খুব অভাব পড়ল। খেতে না পেরে সব শেয়াল তাই এখানে-ওখানে চলে গেল। একটা শেয়াল না খেতে পেয়ে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ল, কোথাও সে গেল না। সে শুনল, অমুক দেশে এক রাজা আছে, সে নাকি পাখ-পাখালি থেকে শুরু করে জীবন্তুদেরও খেতে দেয়। তখন অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সেই শেয়াল অমুক রাজার দেশে রওনা দিল।

শেয়াল হাঁটতে হাঁটতে অমুক দেশে পৌঁছুতে পারল না। খিদের জ্বালায় পথে আর এক রাজার দেশে ঢুকে পড়ল। সেই রাজার মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল। শেয়াল আস্তে আস্তে রাজবাড়িতে গিয়ে ঢুকল। সে দেখল এক ঘরে রান্নাবান্না বোঝাই করে রেখেছে। তখন সে কোনো মতে একটা ফোঁকর পেয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। আহা-হা, রান্নার কী খোশবু! রান্নার গন্ধে শেয়াল পাগল হয়ে গেল। তাই খাওয়ার মাত্রাও বেশি হল। এত বেশি হল যে নড়তে-চড়তে পারে না এবং ঘরের এক জায়গায় শুয়ে পড়ল।

শেয়ালদের একটা অভ্যেস, এক শেয়াল হুক্কা হুয়া বলে ডাকলেই সবাই হুক্কা হুয়া বলে ডেকে উঠবে।

বাইরে থেকে একটা শেয়াল যেই ডেকে উঠল, অমনি সেই শেয়ালও সব ভুলে রাজার ঘরের ভেতর থেকে ডেকে উঠল। রাজার দারোয়ানরা শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখে সব খাবার শেষ। তারা তখন শেয়ালকে বেঁধে মারতে মারতে রাজদরবারে এনে হাজির করল।

রাজা হুকুম দিল, রাতের জন্য শেয়ালটাকে বাইরে বেঁধে রাখো। কাল তার বিচার হবে।

রাতে এক বাঘ খাবার খুঁজতে খুঁজতে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। শেয়ালকে দেখে বাঘ খাবে ঠিক করল। শেয়ালও বাঘকে দেখে মনে মনে ভাবল, আজ বুঝি রক্ষা নেই।

বাঘ কাছে এসে দেখল, শেয়াল দড়িতে বাঁধা। বলল, কীরে তোর এই অবস্থা কেন?

সৈকত কালেকশন

শেয়াল তো খুব চালাক। বাঘের এরকম প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বের করে ফেলল, এবং বলল, আর বলো না মামা, আমি আমার শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিলাম। রাজার সেপাইরা পথ থেকে ধরে এনে বলল, রাজার হুকুম, তুমি রাজকন্যাকে বিয়ে করো।

আমি তো রাজকন্যাকে বিয়ে করবই না। তবু রাজা বলছে বিয়ে করতেই হবে। আমি রাজি হচ্ছি না বলে বেঁধে রেখেছে। কী মুসিবত বলো তো? এমন ফ্যাসাদেও কেউ পড়ে?

বাঘ শেয়ালকে বলল, বটে! তাহলে রাজকন্যার বিয়েটা আমার সঙ্গে দেওয়ার আয়োজন করো।

শেয়াল বলল, মামা, আমার সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করা আর করো না। রাজা আমাকে পছন্দ করেছে, এখন তোমাকে পছন্দ করে কিনা তা আগে জানতে হবে। তবে রানী একটু করে বলেছে যে বাঘের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলে ভালো হয়।

বাঘ শেয়ালের কথা শুনে আনন্দে ফেটে পড়ল। বলল, তাহলে তুই সেই ব্যবস্থাই কর।

শেয়াল বলল, তুমি যখন এত করে বলছ তবে চেষ্টা করে দেখি।

বাঘ বলল, তাড়াতাড়ি কর।

শেয়াল বাঘকে বলল, তাহলে এক কাজ করো মামা, আমার গলা থেকে দড়ি খুলে দাও।

তখন বাঘ দড়ি খুলে দিল আর ঐ দড়ি বাঘের গলায় শক্ত করে বেঁধে দিয়ে শেয়াল গভীর বনে চলে গেল। বনে গিয়ে দেখে এক ঝাঁক ভীমরুল মস্ত বড় বাসা বেঁধে আছে গাছের নিচে। ঐ বাসা দেখে শেয়ালের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে ভীমরুলের বাসার মুখ বন্ধ করে বাসাটা আস্তে আস্তে নাড়া দিল। নাড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে হুম হুম বোঁ বোঁ শব্দ হতে লাগল। শেয়াল তাতে খুব মজা পেল।

এদিকে হয়েছে কি, বাঘ বেশিক্ষণ থাকতে পারে নি। শেয়ালের দেরি দেখে বাঁধন ছিঁড়ে বনের মধ্যে চলে এল। সে বুঝল শেয়ালের চালাকিতে পা দিয়েছে। ভোর হলে তার জান শেষ হয়ে যেত। বনের একটা ছোট শেয়াল তার সঙ্গে চালাকি করেছে, এখন তাকে ধরতে পারলে চালাকি ছুটিয়ে

সৈকত কালেকশন

ফেলবে। এসব ভাবতে ভাবতে মনের দুঃখে বনে ঘুরতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে বাঘ দেখে শেয়াল কী যেন বাজাচ্ছে।

বাঘ শেয়ালের সামনে গিয়ে বলল, এখানে কী করছিস?

শেয়াল বলল, কী আর করব মামা, এটা হল আমার বাপ-দাদার আমলের ঢোল।

বাঘ বলল, ওটা আমি বাজাব। আমারও ঢোল বাজাবার খুব শখ।

শেয়াল মনে মনে বলল, এবার বাঘকে মজা দেখাব। একথা ভেবে ভীমরুলের বাসা নাড়া দিতে দিতে বলল, আস্তে আস্তে বাজাবে মামা, জোরাজুরি করো না। — বলে শেয়াল একটু দূরে গিয়ে বসল।

কিছুক্ষণ আস্তে আস্তে বাজাবার পার ভীমরুলের শব্দ শুনে বাঘ খুব মজা পেল। শেয়াল সেই সুযোগে আরো দূরে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। এদিকে বাঘ মজা পেয়ে আর সহ্য করতে পারল না। জোরে এক থাপ্পর মেরে বাসাটা ভেঙ্গে ফেলল। আর বাঘ যায় কোথায়? বেরিয়ে এসে বাঘকে ছেঁকে ধরল। সারা গায়ে লোমের ভেতর ঢুকে কামড়াতে লাগল। সেই কামড় সহ্য করতে না পেরে বাঘ গোঙাতে গোঙাতে মারা পড়ল।

শেয়াল দূরে বসে সব দেখল এবং হাসতে লাগল, হুক হুক হুয়া হুয়া।

কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া।

গল্প বলা শেষ হুয়া।

সৈকত কালেকশন

এক শেয়ালীর বারো হাঁড়ি বুদ্ধি

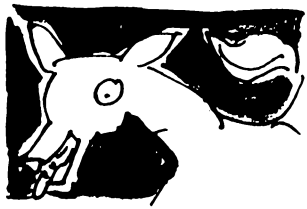

এক

সেই এক বনে এক শেয়াল আর শেয়ালী থাকত। কিছুদিন পর শেয়ালটা মাত্র এক দিনের অসুখে মরে গেল। শেয়ালী বড় দুঃখ পেল। শেয়ালী সব সময় শেয়ালের সঙ্গে সঙ্গে থাকত, এক সঙ্গে খেত-দেত। শেয়ালী সেই দুঃখে হুয়া-হুয়া হুয়া-হুয়া করে খুব কিছুদিন কাঁদল। তার কান্না দেখে পাড়ার শেয়ালীরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুই আবার বিয়ে কর। সংসার পাত।

শেয়ালী বলে, আমার মনে বড় দুঃখ, আমি আর বিয়ে বসব না।

পাড়ার শেয়ালীরা বলল, তাহলে তুই আর আমাদের সঙ্গে মিশতে পারবি না।

শেয়ালী তখন বলল, তোরা যে আমাকে বিয়ে বসতে বলিস, আমার হল বারো হাঁড়ি বুদ্ধি। তেরো হাঁড়ি বুদ্ধির কোনো শেয়াল না পেলে আমি বিয়ের পিঁড়িতে বসব না।

তখন পাড়ার সঙ্গী-সাথী শেয়ালীরা বলল, আচ্ছা, সেও মন্দ না।

এদিকে একদিন এক শেয়াল চিকন এক বুদ্ধি খাঁটিয়ে শেয়ালীকে রাজি করাল। ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। হাঁস-মুরগির ভোজ হল বিয়েবাড়িতে। খাওয়া শেষে সবাই আখ খেল, ফুটি-তরমুজও পেল। গান গাইল হৌ হৌ, হু হু, হা হা, হুয়া হুক্কা, হুক্কা হুয়া ।

তারা খায়-দায়, ছয় মাস যায়। শেয়ালীর কোল জুড়ে এল ছানাপোনা। একদিন ছানাপোনারা গর্তের বাইরে খেলছে। শেয়ালী বসে বসে তাদের খুশি দেখছে। এমন সময় দেখে এক কেঁদো বাঘ সামনের ঝোপ থেকে বের হচ্ছে।

শেয়ালী তখন শেয়ালকে বলে, ওগো এবার ওঠো, বাচ্চা-কাচ্চাদের বাঁচাতে হলে এবার তেরো হাঁড়ির এক হাঁড়ি বুদ্ধি খরচ করো।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শেয়াল গর্তে গিয়ে লুকোল।

শেয়ালী তাড়াতাড়ি চাপা গলায় বলে, তোমার না তেরো হাঁড়ি বুদ্ধি? এক হাঁড়ি খরচ না করলে ছানাপোনাদের বাঁচাবে কেমন করে?

সৈকত কালেকশন

শেয়াল বলে, তেরো হাঁড়ি বুদ্ধি ছিল ঠিকই। বাঘকে দেখার পর এখন এক হাঁড়িও আর নেই। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে গর্তের ভেতরে চলে এসো।

শেয়ালী তখন বাচ্চাদের গর্তে ঠেলে দিয়ে গর্তের সামনে ঘোরাঘুরি শুরু করল। বাঘ সামনা-সামনি চলে এলে আরো জোরে জোরে হাঁটে, লেজ নাড়ে আর বলে,

আমি পেটের ভোকে খাস্তা,
সামনে আসল কেঁদো বাঘ
একটা নাস্তা।
আমার শেয়াল বাবু যদি বাসায় থাকত,
কেঁদো বাঘ দিয়ে জলখাবার হত।
এখন আমি একাই খাব,
বসে বসে একাই খাব।।

একথা শুনে কেঁদো বাঘ ভয় পেয়ে গেল। ভাবল, না-জানি তার শেয়াল বাবুটা কেমন। আমি আশা করে ছিলাম শেয়ালীকে মজা করে খাব। এখন দেখি বিপরীত। এই জঙ্গলে থেকে কি জীবন হারাব? এখন যদি শেয়াল বাবু এসে পড়ে? তারচেয়ে আমি পালাই। দূরে আরেকটা জঙ্গল আছে, সেখানে যাই।

এই বলে বাঘ দে দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে সেই জঙ্গলে গিয়ে উঠল। একটা বটগাছ পেয়ে থামল।

বটগাছ থেকে একটা বানর নেমে বলে, মামা, এত হয়রান-পেরেশান হয়ে কোথা থেকে আসছ? কোথা থেকে দৌড়ে আসছ?

বাঘ বলে, আর বলিস না ভাগনে। এক শেয়ালী আমাকে দিয়ে জলখাবার করতে চাইছিল। ভাগ্‌গিস শেয়াল বাড়িতে ছিল না,তাই বেঁচে এসেছি।

বানর বলল, কী! তোমাকে দিয়ে জলখাবার? চলো তো দেখি সে কেমন শেয়ালী?

বাঘ বলল, না ভাগনে, আমি যাব না।

বানর বলে, চলো মামা। তোমার কোনো ভয় নেই।

বাঘ বলে, না না।

সৈকত কালেকশন

বানর বলে, তোমার কোনো ভয় নেই। লতা দিয়ে গলায় গলায় বেঁধে যাব।

এখন তারা লতা দিয়ে দু'জনের গলায় বাঁধল। তারপর আগে চলে ভাগনে বানর, পাছে চলে মামা বাঘ। বানরের সাহস দেখে কেঁদো বাঘ একটু সাহসী হল।

শেয়াল দূর থেকে দেখে ভাবল, বানরটা তো বড় সমস্যায় ফেলল! মনে মনে সে বুদ্ধি করতে লাগল। তারপর বানর ও বাঘ যখন সামনা-সামনি এসে পড়ল তখন শেয়ালী বলল, এসো, গোলামের পো বানর এসো। কাল বারোটা বাঘ ধরে আনবে বলে হলফ করে গেলে আর মাত্র একটার গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে এলে?

বাঘ বানরের চালাকি মনে করে বলল,

কালকে লোইয়া গেছে বার বাঘের কোরি,
আজকা দিয়া আনচে আমার গলায় দোড়ি।

– এই বলে বাঘ মাটির ঢেলা-ওঠা ক্ষেতের ওপর দয়ে দিল ভোঁ-দৌড়। কোনো দিকে তাকাবার সময় নেই তার।

বানর দেখে বড় বড় মাটির ঢেলায় বাড়ি খেয়ে তার জান যায়। তখন সে বলল, মামা আইল দিয়া যাও। আইল আইল।

তখন বাঘের কি অতশত শোনার সময় আছে, নাকি বোঝার সময় আছে? বানরের আইল শব্দটিই সে ভালো করে শুনল। ব্যস, ভাবল শেয়াল বুঝি তেড়ে আসছে। আরো জোরে ছুটতে ছুটতে বাঘ একেবারে বটগাছের নিচে গিয়ে নিঃশ্বাস নিল। ততক্ষণে বানর ছাতু হয়ে গেছে। ভবলীলা শেষ।

দুই

তারপর শেয়াল ও শেয়ালী তাদের গর্ত ছেড়ে এক গেরস্ত বাড়ির পাশের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিল। তারা মাঝে মাঝে গেরস্ত বাড়ির হাঁস-মুরগি চুরি করে খায়। মাঝে মাঝে মাছ-ভাত পেলেও খায়। সেই গেরস্ত বাড়ির পাশে আরেকটা বাড়ি ছিল। দুই বাড়ির মধ্যে খুব প্রতিযোগিতা। এক গেরস্ত আলু ক্ষেত করলে আরেক গেরস্তও তাই করে। এক গেরস্ত নৌকা বানায় তো অন্য গেরস্তও একটা বানায়। একজনে আখ ক্ষেত করে তো সঙ্গে সঙ্গে অন্য জনও

সৈকত কালেকশন

একটা করে। এরকম সমান সমান কাজ। একদিন ঐ অন্য গেরস্ত বলে, লোকটা এত পায় কোথায়?

সেই গেরস্ত পেয়েছে গুপ্তধন। তাই তার এত গুমর।

এই কথাটা একদিন দেশের রাজার কান গেল। রাজার কাছে অন্য গেরস্ত বিচার দিল।

রাজা বলল, কাল বিচার হবে।

সেই রাতে শেয়ালী তার শেয়ালকে বলল, শোনো আমার কাচ্চা-বাচ্চার বাবা, এই গেরস্তের অনেক নুন খেয়েছি, এখন তার সামনে বিপদ। তাকে বাঁচাও।

শেয়াল বলল, বিপদে পড়েছে তো পড়েছে। আমি কী করে বাঁচাব?

শেয়ালী বলল, এই গেরস্ত আখ ক্ষেতের মাথায় মোহরের একটা পাতিল পেয়েছে। এজন্য ওর সঙ্গে ঐ গেরস্ত পারে না। এজন্য তার এত হিংসা। হিংসা-হিংসি করে সে রাজার কানে কথাটা তুলেছে। কালকের বিচারে রাজা মোহরের পাতিলটা দখল করে নেবে।

শেয়াল বলল, তাহলে তুমি একটা বুদ্ধি করো যাতে রাজা মোহরের পাতিলটা না নিতে পারে।

শেয়ালী তখন বুদ্ধি করে বলল, শোনো তাহলে আমার পোলাপানের বাবা, কাল খুব ভোরে উঠে তুমি সবার আগে রাজদরবারে চলে যাবে। গিয়ে সবার আগে তুমি রাজার কাছে বিচার চাইবে।

পরদিন খুব ভোরে শেয়াল রাজার কাছে গেল।

গিয়ে বলল, মহারাজ, আমার এক বিচার।

রাজা বলে, কি শেয়াল, কী তোমার বিচার?

তখন শেয়াল বলল, মহারাজ এই মাঘ মাসের শীতের রাতে আমার শেয়ালী গর্তের মধ্যে তিন বার করে পেচ্ছাব করে।

এই কথা শুনে রাজা বলল, ডাক দে তোর শেয়ালীকে।

শেয়ালী তখন রাজার কাছে গেল।

রাজা শেয়ালীকে প্রশ্ন করে, শেয়ালী, তুই এই শেয়ালের গর্তে রাত-বিরেতে কেন তিন বার পেচ্ছাব করিস? সত্য কথা বল, নইলে তোর গর্দান যাবে।

সৈকত কালেকশন

শেয়ালী তখন বলতে শুরু করল, আচ্ছা মহারাজ শুনুন। আমি তিন বার পেচ্ছাব করি একথা ঠিক। কারণ একজনের পাওয়া গুপ্তধন দেখে যদি অন্য জনের লোভ হয় আমি তার বাপের মুখে একবার পেচ্ছাব করি। আর একজনের ধন দেখে আর একজন যদি কারু কাছে বিচার চায় তার বাপের মুখে আমি আর একবার পেচ্ছাব করি। কেউ যদি উচিত বিচার না করে তাহলে তার বাপের মুখে . । তাহলে বলুন মহারাজ, আমি আমার শেয়ালের গর্তে পেচ্ছব করি কী করে!

সত্য কথা বল, নইলে তোর গর্দান যাবে

রাজা বুঝে-শুনে খুশি হয়ে শেয়ালীকে পাঁচ শ' টাকা পুরস্কার দিল। গেরস্ত বাড়ির মালিকও বেঁচে গেল। শেয়াল-শেয়ালীও গেরস্ত বাড়ির কাছে নিজেদের ঘরে ফিরে এল। পুরস্কারের সব টাকাও গেরস্তকে দিয়ে দিল। টাকা দিয়ে শেয়াল-শেয়ালী কী করবে!

সেই গেরস্তের কাছে এখন শেয়াল-শেয়ালী রোজ পায় খাবারদাবার দানাপানি। ফুরুল আমার কথা-কাহিনী।

সৈকত কালেকশন

মামার জয়

গল্প হোক আর গুজব হোক, এক বনে থাকত এক খেঁকশেয়াল। সে বলত বনটা তার রাজ্য। কেউ তার উপর কথা বলত না। মস্ত বড় সেই বন, তাই শেয়াল মহা আনন্দে থাকে।

কিছুদিন পর সেই বনে এল এক বাঘ। বাঘ হল শেয়ালের যম। তাই শেয়াল আর মনের সুখে নিরাপদে চরতে পারে না। সন্ধে হলে প্রাণ খুলে হুয়া হুক্কা করে ডাকতে পারে না। বড় কষ্ট তার।

আর কিছুদিন পর ঐ বনে পশুরাজ সিংহ এসে হাজির। কিন্তু বিশাল সেই বন, তাই কারু সঙ্গে কারুর দেখা হয় না।

শেয়াল ভাবল, এভাবে তো এই বন বাঘ-ভালুক-সিংহে ভরে যাবে। আমার রাজত্ব তো শেষ। এর একটা বিহিত করতে হয়।

শেয়াল ফন্দি-ফিকির আঁটতে লাগল। শেয়ালের মাথায় কি আর যা-তা বুদ্ধি। শেয়াল একটু ভদ্রগোছের শব্দ জোগাড় করল। তারপর ব্যবহারে এমন ভাব আনল যে যেন মাটির মানুষ। তারপর আগে চলল বাঘের কাছে। বাঘকে দেখে দূর থেকে মাটিতে মাথা ছুঁয়ে সালাম জানাতে লাগল। মামা মামা বলে সে কী ডাক, সে কী আদুরেপণা!

ভাগনের এই ভাব দেখে বাঘ আর কী রাগ করবে! এই বনে আর কারুর সঙ্গে কথা বলা যায় না, তাই শেয়ালকে তার উপযুক্ত ভাগনে মনে করা ছাড়া আর কী করবে! শেয়ালও ঘন ঘন বাঘের কাছে গিয়ে মন জুগিয়ে চলতে লাগল।

ওদিকে চুপি চুপি সিংহের কাছেও সে হাঁটা-চলা শুরু করল। শেয়াল তাকেও মামা মামা ডাকে। আর সে কী সেবা—যেন কত আপন ভাগনে!

শেয়াল একদিন সুযোগ বুঝে সিংহকে বলল, তা মামা এই বনের রাজা কে?

সিংহ হাসতে হাসতে বলল, তাও কি তোকে বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি হলাম পশুরাজ। সবাই জানে সে কথা।

সৈকত কালেকশন

শেয়াল বলল, জানো কি মামা, এই বনে এক বাঘ আছে। সে বলে কিনা সে-ই এই বনের রাজা।

সিংহ রেগে যায়। বলে, দেখাতে পারিস সেই হারামজাদাকে? রাজা হওয়ার সাধটা মিটিয়ে দিই!

শেয়াল বাঘের কাছে গিয়ে বলে, বলব কি মামা, তোমাকে দেখে মনে হয় তুমিই এই বনের রাজা হওয়ার উপযুক্ত।

বাঘ বলল, তুই-ই আমার উপযুক্ত ভাগনে। একমাত্র তুই-ই আমার মর্যাদা বুঝলি ।

শেয়াল বলল, আমি বুঝলে কি হবে? এই বনে এসেছে এক সিংহ। সে বলে সে নাকি পশুরাজ। তাই এই বনেরও রাজা সে।

বাঘ ক্ষেপে গেল। এত বড় কথা? চিরকাল ধরে আমি এই বনে বাস করি, আর হঠাৎ করে কোথা থেকে একজন এসেই রাজা বনে গেলে হল? দাঁড়াও এখুনি তার মজা দেখাচ্ছি।

শেয়াল বাঘকে আরো একটু রাগিয়ে দেওয়ার জন্য বলে, তা মামা হাজার হোক সিংহ তো! তার গায়ে কি আর কম শক্তি! অবহেলা করা উচিত নয়। তার চেয় আমার যুক্তি শোনো। এই বনের মাঝে এক টিলা আছে না! আমি ঐ টিলার পাশে ফাঁকি দিয়ে সিংহকে ডেকে আনব। তুমি টিলার আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। সিংহ আসার সঙ্গে সঙ্গে আচমকা তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে।

বাঘ ভাবল, সিংহকে শায়েস্তা করতে হলে আমার উপযুক্ত ভাগনের যুক্তি শিরোধার্য।

চালাক শেয়াল সিংহকেও এভাবে বলে-কয়ে রাগিয়ে ঐ টিলার অন্য পাশে হাজির করল। তাকে বলে রাখল, মামা আমি 'হুয়া হুক্কা' আরম্ভ করলেই তুমি লাফিয়ে পড়বে টিলার ও-ধারে, দেখবে সেখানে তোমার শত্রু আছে।

নির্দিষ্ট সময় দু'পাশে দুই মামা লড়ায়ের জন্য ভাগনে শেয়ালের হুয় হুক্কা শোনার অপেক্ষায় বসে রইল। শেয়াল টিলার ওপর গিয়ে উঠল। শুরু করল, 'হুয়া হুক্কা, হুয়া হুক্কা'। তারপর আর কি, যা হবার তা আরম্ভ হয়ে গেল। ভীষণ কাণ্ড। ভীষণ যুদ্ধ। বাঘ ও সিংহের গর্জনে বন কেঁপে উঠল।

সৈকত কালেকশন

শেয়াল সেই টিলার ওপর থেকে শুধু বলে, জয় মামার জয়, জয় মামার জয় । বাঘ মনে করে কি, উপযুক্ত ভাগনে আমার, তাই আমার দলে গাইছে। সিংহ মনে করে, আমার উপযুক্ত ভাগনে আমার দলে আছে।

বাঘ ও সিংহের গর্জনে বন কেঁপে উঠল

শেয়ালের উৎসাহ পেয়ে দুই মামা প্রচণ্ড লড়াইয়ে মেতে উঠল। লড়তে লড়তে অক্কাও পেল। আর সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটে শেয়ালের। মুরগী ধরে, খরগোশ খায়, হম্বি করে তম্বি করে, সারা বন চষে বেড়ায়। গল্পের নটে গাছটিও মুড়ায়।

সৈকত কালেকশন

শেয়ালীর চালাকী

এক ছিল শেয়াল আর এক শেয়ালী। একদিন শেয়াল শেয়ালীকে বলল, আচ্ছা, আমি তো রোজ রোজ গাঁয়ে গিয়ে খাবার নিয়ে আসি, তুমি-আমি খাই। এতকাল তাই করলাম, তোমাকে খাওয়ালাম। আর তো পারি না। গাঁয়ে গিয়ে একটু চেষ্টা করো। মাছ-মাংস আনো। খেয়ে বাঁচি।

শেয়ালী তখন বলল, বেশ, আজ থেকে তুমি কদিন আয়েশ করো। দেখি তোমাকে খাওয়াতে পারি কি-না।

তারপর একদিন যায় দু'দিন যায়। শেয়ালী খালি মুখে ফিরে আসে। দু'দিন তারা উপোস করে কাটায়।

তখন শেয়াল বলল, ওরে আমার শেয়ালী, তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। দু'দিন গেলে, কিছু আনতে পারলে না। মাঝখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আধমরা হলে। আমিও না খেয়ে মরলাম। তোমার আর গাঁয়ে গিয়ে কাজ নেই। বাড়িতে থাকো। দেখি, আমি কিছু করতে পারি কি-না।

শেয়াল শেয়ালীকে রেখে গাঁয়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে গেরস্ত বাড়ি থেকে একটা মুরগী ধরল। গেরস্ত বাড়ির লোক টের পেল। কিন্তু শেয়ালকে ধরতে পারল না। তবে পরদিন যাতে আর মুরগী নিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করল। ফাঁদ পেতে রাখল।

এদিকে শেয়াল আর শেয়ালী খুব মজা করে মুরগী খেল। খুশি মনে সারাদিন ঘুমোল। পরদিন রাত নামতেই শেয়াল বলল, যাই শেয়ালী, ঐ বাড়িতে অনেক মুরগী আছে। আরেকটা নিয়ে আসি।

শেয়াল গেরস্ত বাড়ির মুরগীর খোপে যেই মুখ বাড়িয়েছে অমনি গলায় ফাঁসের দড়ি আটকে গেল। মুরগী উঠল চেঁচিয়ে। মোরগ ডাকল, কঁকর কঁ কঁকর কঁ। শেয়ালও ছাড়া পাওয়ার জন্য লাফালাফি করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। গেরস্ত বাড়ির লোক জেগে গেল। শেয়ালকে পিটিয়ে মেরে ফেলল।

এদিকে রাত শেষ হয়ে যায়। শেয়ালী ভাবে, শেয়াল কেন আসে না, শেয়াল কেন আসে না।

সৈকত কালেকশন

দেখতে দেখতে রাত শেষ হয়ে গেল। সকাল হল। শেয়ালী বিষম চিন্তায় পড়ে গেল। কান্নাকাটি শুরু করল। সারাদিন কেঁদে-কেটে রাত এল। তবুও শেয়াল ফিরে এল না। শেয়ালী আস্তে আস্তে বের হল। সেই গাঁয়ে গেল, শেয়ালকে খুঁজতে লাগল। হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া কোথায় তুমি, কোথায় তুমি। শেষে বাড়ির পাশে বিলে শেয়ালকে পড়ে থাকতে দেখল। মার খেয়ে শেয়াল চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে আছে। কাঁদতে কাঁদতে শেয়ালী বাড়ি ফিরল।

বাড়িতে কি আর ভালো লাগে? শেয়াল নেই, একা একা। খাবারও নেই যে খাবে। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করল শেয়ালী আবার বিয়ে করবে। পরদিন সে বের হল। যেতে যেতে অনেক দূর গেল। এক জঙ্গলে পৌঁছে এক শেয়ালের দেখা পেল।

সেই শেয়াল তখন বলল, ও শেয়ালী, তুমি একা একা কোথাও যাও।

শেয়ালী বলল, আমার বর মরে গেছে। আমি তাই আবার বিয়ে করতে যাচ্ছি।

তখন শেয়াল চলল, আমারও তো বউ নেই। আমিও বউ খুঁজছি। আমাদের দু'জনের একই অবস্থা। তাই লও, আমরা বিয়ে করি।

শেয়ালী তখন শেয়ালকে বলল, তোমকে বিয়ে করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে তোমার কয়টা বুদ্ধি সেটা আগে জেনে নিই। তারপর বিয়ে।

শেয়াল ঝটপট বলল, আমার এক বুদ্ধি।

শেয়ালী বলল, তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে না।

কেন কেন, কি হল? আমাকে বিয়ে করবে না কেন?

তোমার যে এক বুদ্ধি, তাই। যার তিন বুদ্ধি আমি তার সাথে বিয়েতে বসব। — এই বলে শেয়ালী অন্য দিকে যেতে শুরু করল।

শেয়াল দেখল যে শেয়ালী তাকে বুদ্ধিতে হারিয়ে দিয়ে গেল। তখন সে মনে মনে বলল, দেখি কে জেতে। দেখি আমি শেয়ালীকে বিয়ে করতে পারি কিনা। এই ভেবে সে ছুটে গিয়ে আগেভাগে শেয়ালীর পথের ধারে উঁচু জায়গায় আকাশের দিকে মুখ করে বসে রইল।

শেয়ালী যেই কাছে এল অমনি শেয়াল বলল, কে গো তুমি শেয়ালী, কোথায় যাচ্ছ?

শেয়ালী বলল, আমি বর খুঁজতে বেরিয়েছি।

আমিও তো বউ খুঁজছি। তুমি আমাকে বিয়ে করো।

শেয়ালী বলল, করব। কিন্তু তোমার কয় বুদ্ধি বলো তো!

শেয়াল বলল, আমার এক ছালা বুদ্ধি।

শেয়ালী তখন খুশি হয়ে বলল, ঠিক আছে। আমি তোমাকে বিয়ে করব।

ওদের বিয়ে হয়ে গেল। সুখে-শান্তিতে দিন কাটতে লাগল। পাঁচ-পাঁচটা ছানাপোনা তাদের। ছানাপোনারা বেশ ডাগর ডাগর হয়ে উঠল। একদিন ছানাপোনাদের খাইয়ে-দাইয়ে খেলতে দিয়ে শেয়াল-শেয়ালী বসে আছে। খুব খুশি তারা। এমন সময় বানর ভেতর থেকে এক বাঘ বেরিয়ে এল। বাঘ আসছে দেখে শেয়ালী ভয় পেয়ে গেল।

শেয়ালী তাড়াতাড়ি শেয়ালকে বলল, তুমি তো বেশ বসে আছ, চিন্তা-ভাবনা দেখি একটুও নেই। বাঘে যদি তোমার ছানাপোনাদের খেয়ে ফেলে? তোমার তো এক ছালা বুদ্ধি, এখন সেই বুদ্ধি খাটাও।

শেয়াল বাঘকে দেখে ভয়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

শেয়ালী তখন বলল,কি, এক ছালা বুদ্ধি থাকতে পালাতে চাও?

তোমার ছানাপোনাদের বাঁচাবে না?

তখন শেয়ল বলল, আমার কোনো বুদ্ধি নেই। তুমি এখন যা পার করো।

শেয়ালী বলল, তোমার বুদ্ধি নেই তো নেই, তুমি চুপ করে বসে থাকো। আমার বুদ্ধি আমি খাটাই। দেখি আমার ছানাপানাদের বাঁচাতে পারি কি-না।

তারপর বাঘ যেই একেবারে কাছাকাছি এসে গেল তখন শেয়ালী তার বাচ্চাকাচ্চাদের মারধোর শুরু করে দিল।

এদিকে থাপ্পর দেয়, ওদিকে আরেক ঘা মারে। এরকম মারধোর খেয়ে ছানাপোনারা মা মা করে কেঁদে উঠল। তখন শেয়ালী বলতে লাগল, তোরা এখনি কাঁদতে শুরু করে দিলি? তোদের নিয়ে আর পারি না বাপু। বাঘটা কাছে এসে নিক। তারপর ধরে কাটব। রাঁধব। তারপর তো তোদের খেতে দেব। এখন থেকে খাব খাব করে চেঁচামেঁচি করলে হবে? সবুর কর একটু।

শেয়ালীর কথা শুনে বাঘ আর একটুও দাঁড়াল না। ঝাড়া দৌড় মারল। দৌড়ুতে দৌড়ুতে এক বন থেকে আরেক বনে চলে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে এক বানরের সঙ্গে দেখা। বানর বাঘকে দেখে বলে, মামা, তুমি এত দৌড়ুচ্ছ কেন? কী হয়েছে?

সৈকত কালেকশন

বাঘ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, ও-কথা শুনে আর কাজ নেই। আমাকে শেয়ালী কেটে-কুটে খেতে যাচ্ছিল। কোনো মতে পালিয়ে বাঁচলাম।

বাঘের কথা শুনে বানর বলল, মামা, শেয়াল তোমাকে খেতে চায়? একথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? তার এতবড় সাহস যে বাঘের গোস্ত খায়? চলো তো আমার সঙ্গে? দেখি কেমন শেয়াল, কত বড় তার সাহস?

বাঘ বলল, না ভাগনা, তুমিই যাও। আমি আর যাব না।

বানর তখন বলল, ঠিক আছে। তুমি আমাকে শেয়ালের কাছে দিয়ে চলে এসো। তোমার কোনো ভয় নেই, আমাকে শুধু দেখিয়ে দেবে।

বাঘ বলে, আমাকে শেয়ালের কাছে দিয়ে যদি তুমি পালিয়ে যেও? তখন আমারই জান নিয়ে টানাটানি। না না, ওতে আমি নেই।

বানর তখন একটু রেগে গেল। বলল, মামা, তুমি আমাকে এতই অবিশ্বাস করো? তা এতই যদি অবিশ্বাস হয় তা হলে এক কাজ করো। তোমার গলার সঙ্গে আমাকে বেঁধে নাও। তাহলে আমি তোমাকে ফেলে পালাতে পারব না।

বাঘ তখন বানরকে তার লেজের সঙ্গে বেঁধে নিল। চলল শেয়াল-শেয়ালীর কাছে। ভয়ে বুক দুরু দুরু করে, জিভ শুকিয়ে আসে। যেতে যেতে পথও ফুরোয় না। যতই কাছে যায় ততই বাঘ ভয় পায়। শেষমেষ পৌঁছুল। দেখে শেয়াল-শেয়ালী ছানাপোনা নিয়ে বনের ভেতর গর্তের মুখে বসে আছে। বাঘ ও বানরকে দেখে তারা থমমত খেয়ে গেল। শেয়ালী তখন শেয়ালকে আস্তে আস্তে বলল, তোমাকে বিয়ে করে এখন আমার জানও যায়, ছনাপোনারাও মরে। সেদিন এক বাঘ এসেছিল, বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁচলাম। আজ বলছ তোমার কোনো বুদ্ধি নেই। বিয়ে করার সময় বলেছিলে তোমার এক ছালা বুদ্ধি আছে। এখন সেই বুদ্ধি কোথায় গেল?

শেয়াল তখন আরো ভয়ে ভয়ে বলল, সত্যি শেয়ালী, আমার কোনো বুদ্ধি নেই। তোমার বুদ্ধি আছে খাটাও।

শেয়ালী তখন বলল, তুমি ভয় পেও না। যা করার আমি করছি।

তারপর আস্তে আস্তে বাঘ এগিয়ে আসছে দেখে শেয়ালী বলল, তুমি ছানাপোনাদের খালি কাঁদাবে।

শেয়াল তখন তাদের মারধোর শুরু করে দিল। একটাকে এদিকে থাপর দেয়, ওদিকে আরেক ঘা মারে। ছানাপোনারাও তখন মা মা বলে হাউমাউ কান্নাকাটি শুরু করে দিল।

সৈকত কালেকশন

তারপর বাঘ যখন একেবারে কাছে এল, শেয়ালী তখন বাঘকে বলল, আর খাতির নেই। আজ দু'দিন যায়, আমার ছানাপোনারা না খেয়ে আছে। আনতে বলেছি পাঁচটা বানর আর তুই কিনা একটা নিয়ে নাচতে নাচতে আসছিস। আজ দুজনকেই তাজা খাব। রান্নাবান্নার সময় নেই, খিদেয় জান যায়।

শেয়ালীর কথা শুনে বানর বাঘের পিঠে দুই তিন থাপর মেরে বসল। থাপর খেয়ে বাঘ তো ভোঁ-দৌড়। এমন দৌড় দিল যে চোখের পলকে পথ পার হয়ে যায়। পার হয়ে যায়, যায় যায় যায়।

বাঘ চলে যাওয়াতে শেয়াল-শেয়ালী খুব খুশি।

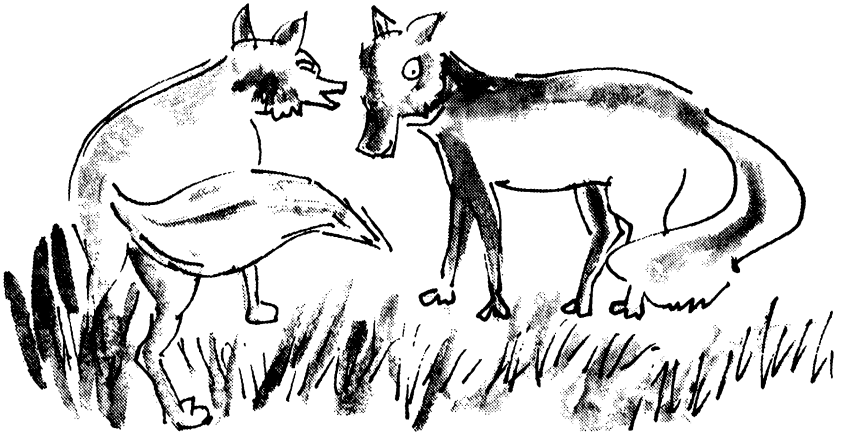

শেয়ালী বলল, তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে না

ওদিকে বাঘ তো দৌড়ুচ্ছে। বানর শুধু খেতের আলের ওপর বাড়ি খাচ্ছে। বাড়ির চোটে বানর বাঘকে বলছে, মামা আইল, আইল আইল। অর্থাৎ আলে বাড়ি খেয়ে তার জান শেষ। বেশি কথা বলার সময় কোথায়? বাঘ ভাবল শেয়াল বুঝি পিছন পিছন ছুটে আসছে। সেই ভয়ে সে আরো জোরে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে অনেক দূর গিয়ে একটু থেমে দেখে বানর মরে একেবারে ত্যানা ত্যানা হয়ে গেছে। তারপর বাঘ দড়ি কামড়ে কামড়ে ছিঁড়ে বানরকে বনের মধ্যে ফেলে আরো অনেক দূরে চলে গেল।

সেই থেকে শেয়াল-শেয়ালী ছানাপোনা নিয়ে সেই বনে সুখে দিন কাটাতে লাগল। মরা পর্যন্ত সেখানেই রইল। আর না মরে তাকলে এখনো সুখে আছে।

সৈকত কালেকশন

শিপু পণ্ডিতের বিচার

এক ছিল গোয়ালা। দইয়ের ভাড় কাঁধে নিয়ে সে চলল। চলল চলল চলল। পথে পড়ল জঙ্গল। জঙ্গল ফেলে পাড়াগাঁয়ে যাবে দই বেচতে। সেই জঙ্গলে ছিল একটা হরিণের ছা। বাঘ তাকে ধরার জন্য ওত পেতে রইল। হরিণের ছা যখন বাঘের সামনে পড়ল তখন বাঘ এক লাফ দিল। এমন জোরে লাফ দিল যে সেই লাফে হরিণের ছা ফেলে গিয়ে পড়ল পুকুরে। সেই পুকুরে আবার পানি ছিল কম। বাঘ কাদায় পড়ে গেল। সেই কাদা থেকে আর উঠতে পারে না। পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল।

এমন সময় দইয়ের ভার নিয়ে গোয়ালা সেখানে পৌঁছুল। গোয়ালাকে দেখে বাঘ বলল, ও গোপ মশাই, আমাকে তুলে দাও। আমি বিপদে পড়েছি, উদ্ধার করো। তুমি যদি না তোলো তাহলে এই কাদার মধ্যে আমাকে মরতে হবে।

গোয়ালা বাঘের কথা শুনে মনে মনে ভাবল, এখন যদি বাঘটাকে আমি পুকুর থেকে তুলি, এবং তোলার পর যদি আমাকে খেয়ে ফেলতে চায় তবে তো মুশকিল!

গোয়ালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে দেখে বাঘ বলল, ও গোপ মশাই, তোমাকে বললাম একটু উপকার করতে আর তুমি তো দেখছি শুধু ভাবছ। মানুষ হয়ে তুমি এই উপকারটাও করতে পার না? কেমন মানুষ তুমি?

গোয়ালা তখন কাঁধের বাঁখটা দিয়ে বাঘকে উদ্ধার করল। কূলে উঠেই বাঘ বলল, আমি তোমাকে খাব।

গোয়ালা মহা বিপদে পড়ল। তবুও বলল, মহারাজ, আমি তোমার এত বড় উপকার করলাম, আর এখন তুমি আমাকে খেতে চাইছ? তুমি তো দেখি উপকারীর মাথা খাওয়ার ফন্দি করেছ। উপকারীর মাথা খাওয়া তো যায় না।

বাঘ বলল, যায়।

তখন গোয়ালা বলল, আরে মহারাজ, এই দুনিয়ায় বিচার-বিবেচনা নেই নাকি! যদি বিচারে বলে যে উপকারীর মাথা খাওয়া যায়, তাহলে আমি রাজি আছি। তবে বিনা বিচারে তুমি আমাকে খেতে পারবে না।

বাঘ বলল, তাহলে চলো, সামনের গাছটার কাছে বিচার দেই। গাছ যা বিচার করে তাই হবে।

গোয়ালা বাঘের সঙ্গে গেল। গাছের কাছে বিচার দিল।

গাছ বলল, উপকারীর মাথা খাওয়া যায়।

একথা শুনে গোয়ালাকে খাওয়ার লোভে বাঘের জিভ থেকে লালা ঝরতে লাগল। লেজ দোলাতে লাগল।

গোয়ালা তখন গাছকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী করে বললে যে উপকারীর মাথা খাওয়া যায়?

তখন গাছ বলল, শোনো গোপ মশাই, আমি এই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে মানুষকে ছায়া দিচ্ছি। আমার ছায়ার নিচে বসে মানুষ বিশ্রাম করে। কিন্তু বসার আগে আমার ডাল ভেঙ্গে পাতা নিয়ে মাটিতে বিছায়, তারপর বসে। এটা যদি উপকারীর মাথা খাওয়া হয়ে থাকে তাহলে বাঘ কেন পারবে না?

বাঘ বলল, কী গোপ মশাই, এখন আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, বিচার তো হলই।

গোয়ালা বলল, না, বিচার হয় নাই। এক জনের বিচার আমি মানব না। আমি যাব শিপু পণ্ডিতের কাছে। শিপু পণ্ডিতের অনেক বুদ্ধি। পণ্ডিত ভালো বিচার করতে পারবে। যদি শিপু পণ্ডিত বলে যে উপকারীর মাথা খাওয়া যায় তাহলে আমার আর কোনো আপত্তি থাকবে না।

বাঘ আর গোয়ালা দু' জনে গেল শেয়াল পণ্ডিতের আস্তানায়। সেখানে গিয়ে বাঘ হাঁক দিল, শেয়াল পণ্ডিত বাড়িতে আছ? বাড়ি আছ?

বাঘের ডাক শুনে শেয়াল পণ্ডিত তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তখন গোয়ালা বলল, প্রণাম পণ্ডিত মশাই, আপনি হলেন সবার বড় পণ্ডিত। আপনার কাছে সবার বিচারের জন্য আসতে হয়। আমরাও একটা বিচার নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের বিচারটা ঠিক মতো করে দিন।

শেয়াল পণ্ডিত বলল, বলো তো কী বিচার? কিসের বিচার? কার বিচার? কেনই-বা বিচার?

তখন গোয়ালা বলল, পণ্ডিত মশাই, আমি বাঘের একটা উপকার করেছি। মস্ত উপকার। তার জান বাঁচিয়েছি। এখন সে আমাকে খেতে চায়। আপনি বলুন, উপকারীর কি মাথা খাওয়া যায়?

সৈকত কালেকশন

গোয়ালার সুন্দর ব্যবহার শুনে শেয়াল পণ্ডিত একটু ভাবল। তারপর বলল, এটা তো খুব শক্ত বিচার। এখানে তা করা যাবে না। তোমরা যে যেভাবে যেখানে ছিলে সেখানে গিয়ে বসো। আমি এসে বিচার করে দিচ্ছি। তোমরা প্রথমে কোথায় ছিলে?

তখন গোয়ালা বলল, আমরা অমুক জায়গায় পুকুরের পাড়ে ছিলাম।

শেয়াল পণ্ডিত বলল, তাহলে তোমরা সেখানে যাও। আমি আসছি। শেয়াল পণ্ডিতের কথা মতো বাঘ সেই আগের কাদা-পুকুরে লাফিয়ে পড়ল আর গোয়ালা দইয়ের ভাড় কাঁধে নিয়ে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাঘ কাদায় পড়ে দাঁত কিড়মিড় করা ছাড়া কিছুই করতে পারে না

কিছুক্ষণ পর লাঠি হাতে শেয়াল পণ্ডিত এসে গোয়ালার কাছে দাঁড়াল। তারপর লাঠি ঘুরিয়ে গোয়ালাকে বলল, আরে বোকা, এখনো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ? তাড়াতাড়ি পালাও।

তখন গোয়ালা দইয়ের ভাড় কাঁধে নিয়ে একবার দৌড়ুয়, আবার হাঁটে। আবার ছোটে। হাঁফিয়ে পড়লে আবার হাঁটে। এভাবে সে পালিয়ে গেল। আর বাঘ কাদায় পড়ে দাঁত কিড়মিড় করা ছাড়া কিছুই করতে পারে না।

গোয়ালাকে বাঁচিয়ে দিয়ে শেয়াল পণ্ডিত বলল, ও বাঘ মামা, আপনি পুকুরে বসে কিছুক্ষণ আরাম করুন, আমি আসছি। এই বলে শেয়াল পণ্ডিত যে গেল আর সেইমুখো হল না। আমার কথাটিও ফুরাল, নটে গাছটিও মুড়াল।

সৈকত কালেকশন

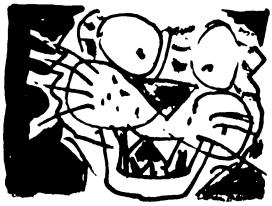

বাঘের ওপর টাগ

এক ছিল জোলা। কী আর বলব, সে ছিল বোকা। এমন বোকা যে ঘোড়ার ডিম কী তাও বোঝে না।

একদিন সেই জোলা তার মাকে বলল, মা, আমাকে কিছু টাকা দাও। আমি একটা ঘোড়া কিনে আনব। ঘোড়ায় চড়ে ঘুরব, ব্যবসাপাতি করব।

মা বলল, টাকা তো বেশি নেই। মাত্র তিনটা টাকা আছে। কী আর করবে জোলা? সেই তিনটা টাকা নিয়েই চলল। চলতে চলতে অনেক দূর গেল। এমন সময় দেখে কি, একটা লোক জমিতে নিড়ানি দিচ্ছে।

জোলা তাকে বলল, ভাই এখানে ঘোড়া বিক্রি আছে?

লোকটা বলল, কত টাকা এনেছ?

জোলা কয়, আনছি তো ভাই তিনটা টাকা।

লোকটা বলল, তিন টাকায় ঘোড়া তো নয়, ভালো ঘোড়ার ডিমও পাবে না।

জোলা বলল, ভাই আমাকে যে করেই হোক একটা ঘোড়ার ডিম দাও।

লোকটা বুঝল যে জোলা বোকা। তাই ভাবল, যাক, ওর তিনটা টাকা তো রাখি। তারপর জোলাকে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

যেতে যেতে অনেক দূর গেল তারা। লোকজন নেই কোথাও। আঁধারও হয়ে এসেছে। লোকটা তখন ক্ষেত থেকে একটা ফুটি নিয়ে এসে বলল, এই হল ঘোড়ার ডিম। দেখবে রাতের মধ্যে ফুটে যেতে পারে। তাই সাবধান, কোথাও রাখবে না।

জোলা তো মহা খুশি। ঘোড়ার ডিম নিয়ে সে বাড়িতে ফিরছে। এমন সময় জোলার পায়খানা-পেচ্ছাব পেল। রাতও নেমে এসেছে। তাড়াতাড়ি নদীর পাড়ে ঘোড়ার ডিমটা রেখে কাজ সারতে গেল। এমন সময় হয়েছে কি, এক শেয়াল এসে ফুটি খেতে শুরু করেছে। জোলা ফিরে এসে দেখে অন্ধকারে এক জন্তু। জোলা ভাবল, এই তো ডিম থেকে ঘোড়ার বাচ্চা বেরিয়েছে। তাই সে তাড়াতাড়ি ধরতে গেল। অমনি শেয়াল দে-দৌড়।

সৈকত কালেকশন

জোলাও দৌড়ায়, শেয়ালও ছোটে। জোলাও ছোটে, শেয়ালও দৌড়ায়। শেয়ালের সঙ্গে ছুটে মানুষ কি পারে!

শেয়ালের পিছে ছুটতে ছুটতে রাত অনেক হয়ে গেল। জোলাও হয়রান। একেবারে পেরেশান। সে ভাবতে লাগল, এখন কী করা যায়। রাতও গভীর হয়েছে। এমন সময় জোলা দেখে মধ্যে একখানা বাড়ি। জোলা সেই বাড়িতে গিয়ে উঠল। বাড়িতে আছে এক বুড়ি ও বউ।

জোলা বলল, মা, আমাকে রাতটা একটু থাকতে দাও।

বুড়ি বলল, বাবারে, আমার তো এই একখান ঘর, আর ঘরে আমার নতুন বউ। তোমাকে কোথায় থাকতে দেই।

জোলা বলল, এই বারান্দায় যদি একটু থাকতে দেন তাহলেই হবে। খুব ভোরে উঠে আমি চলে যাব।

বুড়ি বলল, এখানে তো বাঘ-টাগের ভয় আছে।

জোলা বলল, আমার কোনো ভয় নেই।

সে সময় বুড়ির ঘরের পিছে বাঘ বসা ছিল। বাঘ মনে মনে বলে, কী বলে এরা? আমি বাঘ, তার ওপর আবার টাগ কী? বাঘ ভাবতে লাগল।

জোলা তো শুয়েছে। অনেক রাতে জোলার পেচ্ছাব পেল। সে ঘরের পেছনে গেল। এমন সময় দেখে কি, ঘোড়ার বাচ্চা বসে আছে।

জোলা কয়, আরে শালা, তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ। এখন কোথায় যাবে। — এই বলে সে বাঘের পিঠে চেপে বসল।

বাঘ মনে মনে কয়, খাইছে, আমাকে তো টাগে ধরেছে। — এই ভেবে দে-দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে একেবারে হয়রান। তবুও ছোটে। ছুটতে ছুটতে একেবারে সকাল। তখন জোলা দেখে, সব্বোনাশ, এ যে বাঘ! এখন উপায়?

বাঘ তখনো ছুটছে। ছুটতে ছুটতে এক বটগাছের নিচে পৌঁছুল। অমনি জোলা বটের ডাল ধরে গাছে উঠে গেল। ঘাম ঝরে গেল, জোলা শান্ত হল।

বাঘ তখন কয়, খোদা আমাকে টাগের হাত থেকে বাঁচাল। আজই টাগের জন্য শিন্নি দেব। দলে ফিরে গিয়ে বাঘ সবাইকে বলল — ভাইসব শোনো, কাল রাতে আমাকে টাগে ধরেছিল। খোদায় বাঁচাইছে। এখন সবাই চলো, টাগের সেবা করে আসি। ঐ বটগাছে টাগ আছে।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে বাঘ রওনা দিল সেই বটগাছের দিকে। সেখানে গিয়ে তারা করল কি, একটার পিঠে একটা, তার পিঠের ওপর

সৈকত কালেকশন

আর একটা উঠে জোলাকে প্রায় ধরে ধরে। তখন জোলা ভাবে, আর উপায় নেই। এবার শেষ। জোলা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডাল ভেঙ্গে মাটিতে পড়ল।

তখন বাঘেরা বলে, খেয়েছে ভাই, টাগে যে ধরল। — এই বলে সবাই যার যার মতো পড়ি–মরি দৌড়। জোলাও নিজের প্রাণ নিয়ে বাড়িতে ফিরল।

কিছুদিন পর জোলা মাকে বলল, মা, একটু বিদেশ থেকে ঘুরে আসি। যদি কিছু টাকা পয়সা আনতে পারি মন্দ কী।

মা বলল, আচ্ছা, যা বাবা। তবে বেশি দিন থাকিস না। তাড়াতাড়ি চলে আসবি।

জোলা বিদেশে রওনা দিল। যেতে যেতে এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে হাজির। সেই দেশের রাজবাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাজার সঙ্গে দেখা।

রাজা বলল, কে তুমি? কোথায় যাচ্ছ?

জোলা বলল, কোথায় আর যাব মহারাজ। একটা চাকরি–বাকরির জন্য ঘুরছি। দু'দিন ধরে ঘুরে একটা চাকরি পেলাম না।

রাজা বলল, তুমি আমার বাড়িতে থাকো। দশ টাকা মাইনে আর খেতে দেব। রাতে তুমি আমার ধান পাহারা দেবে।

জোলা বলল, ঠিক আছে রাজা মশায়। আমার জন্য পাতা দিয়ে খুব উঁচু করে একটা টঙ বানিয়ে দেবেন। একখানা ছেনি, দা, কাঁচি, এক তাওয়া আগুন, একটা হুকো দেবেন। আর কোনো কিছুর দরকার নেই। রাজা জোলার জন্য সব ব্যবস্থা করে দিলেন। রাতে জোলা টঙে গিয়ে বসল। এদিকে আস্তে আস্তে অনেক বাঘ এসে জুটল। মানুষের গন্ধ পেয়ে বাঘেরা বলল, আজ পেয়েছি। ঐ যে মানুষ।

কিন্তু অত উপরে বাঘ উঠবে কী করে।

তখন এক বুড়ো বাঘ বলে, আমার পিঠের উপর একটার পর একটা ওঠো। তারপর ধরো। খাবো।

সত্যি, একটার পর একটা, তার ওপর আর একটা উঠে কেবল জোলাকে ধরবে, এমন সময় জোলা করল কি, ছেনি দিয়ে ওপরের বাঘটার লেজে দিল এক পোঁচ।

সৈকত কালেকশন

তখন ওপরের বাঘটি বলল, ভাই তাড়াতাড়ি সরে যাও আমাকে ধরেছে। আমার লেজ নিয়ে গেছে।

জোলা তখন বলল, আবার তোরা এখানেও এসেছিস? আমি হলাম সেই টাগ। যা, জলদি ভাগ।

বাঘ মনে মনে কয়,
খাইছে, আমাকে তো টাগে ধরেছে

বাঘরা বলল, ওরে বাপরে, এখানেও সেই টাগ এসেছে। এই দেশেও আর থাকা যাবে না। চলো এই দেশ ছেড়ে চলে যাই। জলদি করো, জলদি!

সত্যিই সেই রাতে বাঘের দল সেই রাজ্য থেকে চলে গেল।

জোলা তখন রাজাকে বলল, রাজা মশায়, এই রাজ্যে আর বাঘ আসবে না। আমাকে এখন বিদায় দিন। আমি বাড়িতে যাই।

সত্যি রাজা মহাশয় জোলাকে অনেক টাকা-পয়সা দিয়ে বিদায় করল। জোলা বাড়িতে এসে মহা সুখে দিন কাটাতে লাগল। লোকে বলে এখনো সেই জোলার নাতিপুতিরা সুখে-শান্তিতে বেঁচে আছে।

সৈকত কালেকশন

বুদ্ধির লড়াই

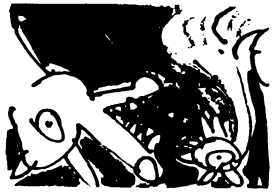

লোকে বলে এক জঙ্গলে ছিল এক শেয়াল আর এক বাঘ। দু' জনের মধ্যে বেশ ভাব ছিল। বাঘটি ছিল খুব শক্তিশালী। কিন্তু বুদ্ধিতে একেবারে ঢেঁকি। শেয়াল যদিও বাঘের মতো শক্তিমান নয়, তবুও বুদ্ধিতে একেবারে পাকা। সেই বাঘ ও শেয়ালের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। দু' জনে আলাদা হয়ে দুই জায়গায় থাকতে লাগল। বাঘের মতো বাঘ থাকে, শেয়ালের মতো শেয়াল।

যাক। সে বছর দেশে খুব আকাল পড়ল। বাঘ আর শেয়াল কেউ খাবার জোগাড় করতে পারে না। শেয়াল তবু আগারে-পাগারে, নদীতে, খালে ও বিলে গিয়ে মাছ ব্যাঙ ইত্যাদি ছোট ছোট প্রাণী ধরে কোনো মতে পেট চালায়। সেগুলোও প্রায় শেষ হয়ে গেল। বাঘ তো কিছুই পায় না। তার পেটও বড়। অল্প-স্বল্প খাবারে তার কিছুই হয় না। তাই শেয়ালের চেয়ে বাঘের অবস্থা বেশি কাহিল। না খেয়ে বাঘের অবস্থা একেবারে কাহিল। জেরবার। তাই শক্তিও কমে আসতে লাগল। শেয়ালের শক্তি কিন্তু ঠিক রইল। সে মনে মনে ভাবল, কীভাবে বাঘকে মারা যায়। শেয়াল প্রত্যেক দিন গেরস্ত বাড়িতে যায়, মুরগি ধরে এনে খায়। এভাবে মুরগিও প্রায় শেষ হয়ে গেল।

একদিন গাঁয়ের চাষীরা এক জোট হয়ে বুদ্ধি করতে লাগল কীভাবে শেয়ালকে মারা যায়। সবাই মিলে যুক্তি করে বলল, আজ শেয়াল মারার ফাঁদ বানাতে হবে। নইলে, যে কয়টা মুরগি আছে তাও শেষ হয়ে যাবে। তারপর সবাই মিলে শেয়াল মারার ফাঁদ বানাতে লাগল। ফাঁদ বানিয়ে সবার বাড়িতে পেতে রাখল। শেয়াল তো আর এ খবর জানে না যে সবাই ফাঁদ পেতে আশেপাশে বসে আছে। সে রোজকার মতো গেরস্ত বাড়িতে গেল মুরগি ধরতে। গিয়ে দেখে সব্বোনাশ। সব ফাঁদে মুরগি। সে চালাক। তাই চাষীদের বোকামি দেখে মনে মনে হাসতে হাসতে নিজের ঘরের দিকে ফিরে চলল। যেতে যেতে দেখে বাঘ একটা রাস্তায় বসে আছে। বাঘের সঙ্গে শেয়ালের দেখা হয়ে গেল। শেয়াল মহা চিন্তায় পড়ল। ভাবতে লাগল কীভাবে বাঘের হাত থেকে বাঁচা যায়।

সৈকত কালেকশন

এদিকে বাঘ সাত দিন ধরে কিছুই খায় না। শরীরেও শক্তি নেই। শেয়াল চালাকি করে বাঘের কাছে ছুটে এসে বলল, মামা, আজ থেকে আমরা বন্ধুর মতো থাকব। কারণ দেশে যেভাবে আকাল পড়ে গেল, তাতে শত্রুতা করে লাভ নেই। তাহলে দু' জনেই শেষ হয়ে যাব।

বাঘ বলল, হুম।

শেয়াল বলল, মামা, আজ বড় খুশির দিন। তোমার ও আমার এক জায়গায় দাওয়াত আছে। তাড়াতাড়ি দাওয়াত খেতে যেতে হবে। তুমি তো আজ সাত দিন ধরে কিছুই খাও না। আমিও তাই। তাড়াতাড়ি চলো।

বাঘ তো শেয়ালের কথায় মহা খুশি। খুশিতে শেয়ালকে পিঠে তুলে নিয়ে দাওয়াত খেতে চলল। কিন্তু কোথায় দাওয়াত, কেই-বা দাওয়াত দিল, এসব তার খেয়াল নেই। শেয়াল তো মনে মনে খুশি। বাঘকে সে আজ বিপদে ফেলবে — এই খুশিতেই সে মশগুল। আহ্লাদে আটখানা।

যা হোক, দু' জনে গেরস্ত বাড়ির দিকে রওনা দিল। গেরস্ত বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে শেয়াল বলল, মামা, একটু দাঁড়াও। আমি দেখে আসি ওরা আমাদের নিতে আসছে কিনা! শেয়াল কিছু দূর শুধু শুধু ঘুরে এসে বাঘকে বলল, মামা, ওরা এসেছে, চলো যাই।

তারপর শেয়াল বাঘকে সেই একটা ফাঁদের কাছে নিয়ে গেল। খুব মজবুত সেই ফাঁদ। শেয়াল বলল, মামা, এই তো পালকি। আমাদের জন্য এনে রেখেছে। তুমি তো অসুস্থ মামা, তাড়াতাড়ি উঠে বসো। আমি বেহারাদের ডেকে আনি।

একথা শুনে বাঘ সেই পালকিতে গিয়ে বসল। পালকিতে একটা মোরগ ছিল, সেটা খেতে লাগল।

শেয়াল দেখে নিল ফাঁদের মুখ ভালো করে বন্ধ হয়েছে কিনা। দেখল ফাঁদ শক্ত করে এঁটে গেছে আর খোলার উপায় নেই। তখন শেয়াল বলল, মামা, তুমি মোরগটা খেয়ে আরাম করতে থাকো, আমি বেহারাদের ডেকে আনি। একথা বলে শেয়াল একটা গাছের গর্তে ঢুকে বসে রইল।

এদিকে গেরস্ত বাড়ির লোকেরা এসে দেখে ফাঁদে মস্ত বড় এক বাঘ পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। যে যা হাতে পেল তা নিয়ে বাঘ মারার জন্য ছুটে এল। আর দাওয়াত খেতে এসে ফাঁদে পড়ে গেছে দেখে বাঘের ভীষণ রাগ ও দুঃখ হল। শেয়ালের ওপর খুব চটে গেল। কিন্তু

সৈকত কালেকশন

রাগ করে আর কী হবে। বুদ্ধির জোরে রাজা আর নির্বুদ্ধিতার জন্য ফকির হতে হয়। বাঘের সেই দশা হল। সে একটুও বুঝতে পারল না যে, শেয়ালের সঙ্গে তার গোলমাল আছে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই শেয়াল তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। বোকা বাঘ নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনল।

গ্রামের লোক বাঘকে পিটিয়ে পিটিয়ে মারল। শেয়াল মনের খুশিতে বাড়িতে চলে এল।

এদিকে বাঘকে মেরে ফেলেছে এই খবর বনের অন্যান্য বাঘেরা জানতে পারল। তারা হায় হায় করতে লাগল। তারপর কেমন করে বাঘ মরল তা খোঁজ করার জন্য বাঘেরা দিকে দিকে ছুটল। তারা জানতে পারল, শেয়াল দাওয়াত খাওয়ার ছুতো দিয়ে বাঘকে ফাঁদে ফেলেছে। তাই বনের সব বাঘ শেয়ালের ওপর ক্ষেপে গেল। ঘোষণা করে দিল যে, বনে যদি কোনো শেয়াল আসে তাহলে তাকে ছাড়া যাবে না, শেষ করে দিতে হবে।

এই ঘোষণা শুনে শেয়াল সাবধান হয়ে গেল।

শেয়াল ও বাঘের মধ্যে এই গোলমালের মীমাংসা করার চেষ্টা করল পশুরাজ। কিন্তু কোনো দল মাথা নোয়ায় না। তখন সিংহ বলল, তোমাদের যার যা ইচ্ছে তাই করতে পার কিন্তু কেউ কারো জায়গায় গিয়ে আক্রমণ করতে পারবে না।

সিংহের আদেশ সবাই মেনে চলতে লাগল। এভাবে শেয়াল ও বাঘ থাকতে লাগল। বেশ কিছুদিন পর একটা ঘটনা ঘটল।

একদিন শেয়াল কিছু খেয়েদেয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। পথে বাঘের সঙ্গে দেখা। শেয়াল তো ভাবতে লাগল আজ আর রক্ষা নেই। বাঘের হাতে আজ জীবন শেষ। এসব ভাবতে ভাবতে শেয়াল এক বুদ্ধি করল এবং ঝিমুতে ঝিমুতে বাঘের কাছে এসে দেখে বাঘের পেটে কিচ্ছু নেই। শেয়াল কোথা থেকে মরা হাড় নিয়ে আসছিল। বাঘের কাছাকাছি গিয়ে সেই হাড় চিবুতে লাগল।

বাঘ বলল, কে রে ভাই? আজ সাত দিন হল কিছুই খাই না।

শেয়াল বলল, মামা, শেয়াল। আমিও এক মাস ধরে কিছু খাই না। তবুও খাবারের ধান্দায় বের হয়েছি। কিন্তু কোথাও কিছু না পেয়ে নিজের থাবা কামড়ে খাচ্ছি।

সৈকত কালেকশন

বাঘ বলল, সত্যি, তোমার থাবা খাচ্ছ? তোমার চেয়ে তো আমার থাবা বড়। তবে আমি কেন চুপ করে থাকি? এই বলে বাঘ নিজের থাবা কামড়াতে লাগল। আস্তে আস্তে কামড়াতে কামড়াতে রক্ত বের হয় আর চুক চুক করে খায়। একটু একটু ব্যথা পায় আর একটু একটু চিবোয়, মাংসও খায়। খেতে খেতে সাহস বাড়ে। আরো খায়। এদিকে শেয়াল মনে মনে হাসতে হাসতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘরে চলে গেল। বাঘ বসে বসে থাবা খায় আর কোথাও যেতে হলে থাবায় ব্যথা পায়। যেখানে পা রাখে ব্যথা পায়। বাঘ আর ঠিক থাকতে পারে না। কয়েকদিন পর বাঘের থাবায় পচন ধরে, পোকা পড়ে যায়। ব্যথায় জ্বর আসে। শেষে একদিন মরেই গেল। মরা বাঘকে দেখে অন্য সব বাঘ অবাক। মরা বাঘের থাবা নেই। বাঘের থাবা তো আর অন্য কেউ খেতে পারে না। রাগে তারা আগুন হয়ে গেল। কিন্তু কাকে ধরবে এবার। তবুও তারা শেয়ালের পেছনে লেগে রইল। শেয়ালের কোনো ক্ষতি করতে পারছে না। শুধু তাদেরই ক্ষতি হচ্ছে, তারাই বিপদে পড়ছে। শেয়াল বারবার বুদ্ধি খাটিয়ে বেঁচে যায় এবং বাঘটাকেও মেরে ফেলল। এজন্যই বলে শেয়াল হল বুদ্ধির রাজা। এভাবে শেয়াল বেঁচে রইল, বাঘের অত্যাচারও কমে গেল। কোনো গোলমাল নেই।

বনের ধারে বালুচরে শেয়াল-শেয়ালীর বাচ্চা হল। অনেক কষ্টে তারা বাচ্চাদের খাবার জোগায়। দেশে তো অভাব, শেয়াল-শেয়ালী ঠিক মতো খাবার পায় না। তবুও কী আর করে। পালা করে তারা খাবার খুঁজতে যায়। একদিন যায় শেয়াল, ঘরে থাকে শেয়ালী। শেয়ালী যায় তো থাকে শেয়াল।

সেদিন শেয়াল খাবার যোগাড় করতে গেল কিন্তু কিছুই পেল না। বিষণ্ন মনে শেয়াল ঘরে রওনা দিল। এমন সময় সামনে দেখে একটা জোয়ান বাঘ বুড়ো বাঘকে পিঠে নিয়ে পথ চলছে। শেয়াল পিছু পিছু চলল, আগে কিছুতেই যেতে পারে না। শেয়াল দেখে বাঘেরা তাদের খালের দিকে যাচ্ছে। তখন শেয়াল ঝোপঝাড় পেরিয়ে কোনো মতে ঘরে পৌঁছে শেয়ালীকে বলল, সব্বোনাশ হয়ে যাবে এবার। আজ আর বাচ্চাদের বাঁচান যাবে না।

শেয়ালী বলল, কেন, কেন? কী হয়েছে।

শেয়াল বলল, দুটো বাঘ আসছে আমাদের বাচ্চাদের খেতে। আমি দেখে এলাম। একটার পিঠে আরেকটা চড়ে আসছে।

শেয়ালী ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। শেয়াল আবার ছুটল বাঘেরা আসছে কিনা দেখতে। দেখে, সত্যিই তাদের ঘরের দিকেই আসছে। শেয়াল শেয়ালীকে এসে বলে, আসছে। বলেই আবার বাঘদের দেখতে যায়। এভাবে সে একবার যায়, আবার আসে।

শেয়ালী তখন শেয়ালকে বলল, তুমি অত চিন্তা করছ কেন? এর বিহিত আমি করব। তুমি কোনো চিন্তা করো না, শুধু আমি যা বলছি, তা শোনো।

শেয়াল বলল, কী কথা?

শেয়ালী বলল, বাঘ যখন আমাদের খালের দিকে এসে পড়বে তখন শুধু একবার বলবে যে, বাঘ এখন বালুচরে নামবে। আমি বাচ্চাদের কাছে থাকব, তুমি থাকবে খালের মুখের কাছে। দেখো, কখন বাঘ আসে।

শেয়ালীর কথামতো শেয়াল বাঘের আসার পথ চেয়ে রইল। শেয়ালী বলল, যখন বাঘ আসে, তখন আমি বাচ্চাদের চিমটি দেব, আর তুমি বলবে, এই শেয়ালী, বাচ্চারা কাঁদছে কেন? এই মাত্র তো খাওয়া দিলাম, পেট পুরে খেল। এভাবে সে শেয়ালকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিল।

কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতে বড় বড় দুই বাঘ শেয়ালের খালের কাছে বালুচরে এসে পড়ল। তারা খালে নামবে ঠিক সেসময় শেয়াল বলল, এই শেয়ালী, বাঘ কিন্তু খালে নামল বলে।

অমনি শেয়াল বাচ্চাদের ধরে চিমটি কাটতে লাগল। বাচ্চারা চিৎকার করতে লাগল। সে কী চিৎকার! পাঁচ-পাঁচটা বাচ্চা যখন এক সঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিল তখন অবস্থাটা সহজেই বোঝা যায়।

তখন শেয়াল বলল, এই শেয়ালী, বাচ্চারা কাঁদে কেন? এই মাত্র তো খাওয়ালাম।

শেয়ালী বলল, কী জানি, একটু আগে খাওয়ালাম সাতটি বাঘ, তবুও তাদের পেট ভরে নাই। তোমাকে বললাম বাঘগুলো মেরে-কেটে খেতে দিও না। তা না, তুমি মেরে খাওয়ালে। এখন আবার দেখি দুটি বাঘ এদিকে আসছে। কে জানে দুটি পালিয়ে গেল নাকি। এখন তারা গোঁ ধরেছে ঐ দুটি তাজা বাঘ তাদের চাই। তারা বাঘ দুটি খাবে। আমি বারবার বলছি এক সঙ্গে অত খাওয়া ভালো না। কাল এনে দেব। তা তারা মানতে চায় না। এখনই তাদের দুটি তাজা বাঘ চাই-ই চাই। জলদি করে যাও, দুটি বাঘকে তাজা ধরে এনে দাও।

সৈকত কালেকশন

শেয়ালীর এসব কথা শুনে বাঘদের শেয়ালের বাচ্চা খাওয়া মাথায় উঠল। পিঠের বুড়ো বাঘকে ফেলে জোয়ান বাঘ দিল ভোঁ-দৌড়! পেছনের দিকে আর একবারও ফিরে তাকাল না। বুড়ো বাঘ তো ভালো করে চলতেই পারে না, তার ওপর পিঠ থেকে পড়ে আরো কাহিল। সে মরার মতো পড়ে রইল। শেয়াল আর শেয়ালী বুড়ো বাঘকে ধরে আনল, ঘরে রাখল। বুড়ো বাঘকে তারা মেরে খেল।

একটার পিঠে আরেকটা চড়ে আসছে

এভাবে শেয়াল ও শেয়ালী সেই খালের ধারে বালুচরে সুখে বাস করতে লাগল। সেই বাঘও আর কোনো দিন তাকে ঘাটাতে আসে না। বুদ্ধির জোরে তারা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বেঁচে রইল সুখে-শান্তিতে অনেক দিন। সব কথা মিটে গেল।

সৈকত কালেকশন

টেবলাইন্যা

দেশ-গ্রামের মধ্যে কথা বের হয়েছে, একটা টেবলাইন্যা এসেছে বিলে। টেবলাইন্যা কোনো কিছু মানে না। মানুষ, গরু, বাঘ, মোষ, যেই-ই তার সামনে পড়ে তাকেই ধরে খায়। বেশি খায় কোলের শিশু। মায়ের কোল থেকে পর্যন্ত অবুঝ শিশুকে ধরে নিয়ে যায়। সে না-মানে আগুন, না-মানে পানি।

টেবলাইন্যা এসেছে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক মা তার কোলের শিশুকে নিয়ে দিন থাকতেই ঘরের দরজায় হুড়কো দিয়ে শুয়ে রয়েছে। বনে যে এক বাঘ ছিল সেও টেবলাইন্যার কথা শুনে বলে, কিরে, আমি হলাম শের মর্দ, আমাকে ধরে খাবে সে আবার কী রকম জন্তু। না, আমার কপালে যাই থাকুক তাকে না-দেখে ছাড়ব না। আজ আমি দেখবই টেবলাইন্যা কেমন জীব।

এই কথা বলে বনের বাঘ টেবলাইন্যার খোঁজে বের হল। বাঘ ঘুরতে ঘুরতে সেই দরজাবন্ধ ঘরের পাশে লাউয়ের মাচার নিচে খাপ মেরে বসে রইল।

আর এক গ্রামে ছিল এক ঘোড়াওয়ালা। ঐ দিন তার ঘোড়া গেছে হারিয়ে। সকালে সে ঘোড়া ছেড়েছিল চড়ার জন্য। সারাদিন গিয়ে রাতের এক প্রহর হয়েছে, তাতেও ঘোড়ার দেখা নেই। সেও টেবলাইন্যার কথা শুনেছে। সে মনে মনে বলে, হায় রে, আমি হলাম গরিব মানুষ, টেবলাইন্যা বের হয়েছে আর আমার ঘোড়াও হারিয়েছে। আজ রাতে তো আমার ঘোড়াটাকে না খেয়ে ছাড়বে না।

সে আর কী করে! টেবলাইন্যার ভয় তার জানের জন্যও আছে। আবার ঘোড়ার চিন্তাও করে। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে করল কি ঘোড়ার লাগামটা নিয়ে আল্লার নাম জপতে জপতে বের হয়েছে। এখানে-সেখানে খুঁজছে। খুঁজতে খুঁজতে সেই বাড়ির লাউয়ের মাচার নিচে গিয়ে ঢুকল। মাচার নিচে যে বাঘ শুয়ে আছে সে জানত না। অন্ধকার সে বাঘটাকে ঘোড়া মনে করে চুপি চুপি কোনো কথা নেই পিছন থেকে গিয়ে বাঘের মুখে লাগাম পরিয়ে দিল। তারপর বাঘটাকে একটুও সময় না দিয়ে পিঠে চেপে বসল এবং বলল, শালার ঘোড়া, ঘাস খাওয়া ফেলে এখানে এসে শুয়ে আছিস!

সৈকত কালেকশন

ঘোড়াওয়ালা লাফ দিয়ে বাঘের পিঠে চেপে বসতেই বাঘ মনে মনে বলে, মেরেছে। আজ আমাকে টেবলাইন্যায় ভালো করে ধরেছে। মনে মনে এই কথা বলে বাঘ দিল দৌড়। বাঘ ছুটছে আর গা-ঝাঁকি দিয়ে চেষ্টা করছে পিঠ থেকে টেবলাইন্যাকে ফেলতে। বাঘ ছুটতে ছুটতে একেবারে হয়রান-পেরেশন। জিভ বের করে দিয়েছে।

বাঘের এই দৌড় দেখে ঘোড়াওয়ালা বলে, কী রে, আমার ঘোড়া আজ পথ ছেড়ে বেপথে ছুটছে কেন? কোথায় যাবে বাড়ির দিকে, তা না আরো জঙ্গলের দিকে ছুটছে!

বাঘ ছুটছে তো ছুটছেই। এদিকে আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটছে। তো ঘোড়াওয়ালা ভালো করে নজর দিয়ে দেখে, আরে! এতো ঘোড়া নয়। বাঘ! বাপরে বাপ!

বাঘ দেখে ঘোড়াওয়ালার প্রাণ উড়ে যাওয়ার দাখিল। কিন্তু ছুটন্ত বাঘের পিঠ থেকে নামবে কী করে! নামলেই তো বাঘ তাকে ধরে খেয়ে ফেলবে। তাই সেও পিঠের ওপর বসে রইল। উপায়-বুদ্ধি খুঁজতে লাগল। এমন সময় বাঘ একটা বড় গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। ঘোড়াওয়ালা সেই সুযোগে হাত বাড়িয়ে গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর গাছে উঠে গেল।

ঘোড়াওয়ালা গাছে চড়ে বসতেই বাঘ বলল, বাঁচলাম। টেবলাইন্যা আজ আমাকে বাগে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে। তারপর বাঘ আরো এক দেঁড়ে পথ ফেলে একটা খালের কিনারে শুয়ে পড়ে পানি খাচ্ছে। এমন সময় এক সিংহ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বাঘের এই অবস্থা দেখে সিংহ বলল, কী ভাগনা, তোর আজ কী হয়েছে। এমন করে পানি খাচ্ছিস কেন?

সিংহের কথা শুনে বাঘ বলল, আর বলো না মামু, আজ টেবলাইন্যার হাত থেকে একটুর জন্য বেঁচে গেলাম। সন্ধের সময় টেবলাইন্যা ধরেছিল। সারা রাত পিঠে বসে আমাকে ছোটাল। এই মাত্র আমাকে ছেড়েছে। সহজে কি ছাড়ে। কত কাণ্ড করে জঙ্গলের সেই মাথার গাছটায় তাকে ঝুলিয়ে দিয়েছি, বাপ রে!

বাঘের কথা শুনে সিংহ বলল, কী রে ভাগনা, বলিস কী? টেবলাইন্যা আবার কী! আমরা হলাম শেরী মর্দ, আমাদের থেকে শক্তিমান জীব আর কে আছে?

সৈকত কালেকশন

মামু, এই কথাটা আর বলো না। আছে। আমাদের থেকেও জোরওয়ালা মর্দ আছে। তুমি বিশ্বাস করো না? আমার মতো বেটাকে সে সারারাত ছুটিয়েছে, নাস্তানাবুদ করেছে!

সিংহ বাঘের কথা বিশ্বাস করে না। বলে, ও ভাগনা, নে তো যাই। কোন গাছটায় তাকে রেখে এসেছিস দেখিয়ে দে। আমি একবার দেখে আসি টেবলাইন্যাটা কী রকম!

বাঘ বলে, না গো মামু, যা-ই বলো, আমি আর টেবলাইন্যার ধারে-কাছে যাব না। একবার ধরে সারা রাত ঘুরিয়ে সকালে ছেড়েছে। এখন যদি ধরে তো আর ছেড়ে কথা বলবে না।

সিংহ বলে, আরে বেটা, এত ডরাস কেন? আমি তোর সঙ্গে সঙ্গেই থাকব। আমাকে ছেড়ে তো তোকে ধরবে না। আমি হলাম পশুরাজ।

বাঘ বলে, না গো মামু, এই কথা বলো না, সেই যমের কাছে আমি আর যাব না।

সিংহ কী করবে? কোনো মতে বাঘকে রাজি করাতে পারে না। তারপর আবার বলে, আচ্ছা ভাগনা, তুই না যাস তো দূর থেকে সেই গাছটা আমাকে দেখিয়ে দে। শুধু দেখিয়ে দিলেই হবে, তারপর চলে আসিস।

এ কথায় বাঘ রাজি হয়ে সিংহের সঙ্গে চলতে লাগল। সেই গাছটার দিকে চলল। কিন্তু সিংহ যদি এক কানি ক্ষেত আগে যায় তো বাঘ থাকে দুই কানি পিছনে। বাঘ ঠিক করেছে সিংহকে গাছটা দূর থেকেই দেখিয়ে দেবে। সে গাছটার ধারে-কাছে যাবে না। সিংহ আর কী করে! একাই চলল।

গাছে বসে বসে ঘোড়াওয়ালা দেখে বাঘ আর একটা সিংহ আসছে। যেই না দেখে, সে গাছের মগডালে গিয়ে বসল আর আল্লা-বিল্লা করতে লাগল।

সিংহ গাছতলায় গিয়ে ঘোড়াওয়ালাকে বলল, কী রে, তুই নাকি টেবলাইন্যা? তোর নাকি খুব জোর! নেমে আয় দেখি। কার জোর বেশি, পরীক্ষা হয়ে যাক।

ঘোড়াওয়ালা গাছের আগায় বসে বসে বলল, তুই একটা সিংহ হয়ে আমার জোর কী দেখবি? এখন আমি গাছ থেকে নামব না, সেটা তোর অনেক ভাগ্য। তাহলে জোরটা দেখিয়ে দিতাম। এতই যদি তোর জোর হয়, তাহলে যা, ঐ যে দেখা যায়, লোকটা ক্ষেতে মই দিচ্ছে, তার মই থেকে তাড়াতাড়ি দড়িটা খুলে আন তো দেখি। দেখি কেমন তুই বাপের বেটা!

সৈকত কালেকশন

সিংহ বলল, রশিটা আনলেই জোর দেখাবি নাকি?

ঘোড়াওয়ালা বলল, হ্যাঁ, দেখাব।

সিংহ ছুটল। রশি আনতে ছুটল। ওদিকে সিংহকে দেখে চাষী মইটই ফেলে দে-দৌড়। গরু দুটিও জোয়াল ফেলে ছুটল। রশি আনতে সিংহের আর কোনো অসুবিধে হল না। গাছের তলে ফিরে এসে সিংহ বলল, হুম। এনেছি।

ঘোড়াওয়ালা বলল, রশিটার মাথায় ইট বেঁধে ছুড়ে দে। দেখি তোর কত জোর।

সিংহ তাই করল। ঘোড়াওয়ালা রশি নিয়ে তাড়াতাড়ি এক মাথায় একটা হচ্‌কা গিঁট দিল। তারপর সেই মাথাটা নিচে নামিয়ে দিয়ে বলল, ওরে সিংহ, তুই তো আমার জোর দেখতে চাস? তো একটা কথা, তুই রশির মাথাটা ধরে নিচের দিকে টান দে। আমি এখান থেকে ওপর দিকে টান দেই। তোর বেশি জোর থাকলে আমাকে টেনে ফেলে দে, আর আমার জোর বেশি হলে তোকে টেনে তুলব।

শুনে সিংহ বলল, বেশ, তাই সই।

ঘোরাওয়ালা তারপর বলল, ওরে সিংহ, নে তাহলে, তাড়াতাড়ি রশির হাল্কা গিঁটটা গলায় পরে নে, তারপর দে-টান।

সিংহ তো অতশত বুঝতে পারল না। তাড়াতাড়ি গলার মধ্যে রশির গিঁটটা পরে নিল। তারপর বলল, ওরে টেবলাইন্যা, ঠিক করে ধরিস। আমি কিন্তু টান দিলাম।

ঘোড়াওয়ালা তার দিকের রশির মাথাটা গাছের ডালের সঙ্গে প্যাঁচ দিয়ে টানা লাগিয়ে বলল, দে, টান দে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে টান দিস।

সিংহ জোরে টান দিল আর ওপর থেকে ঘোড়াওয়ালা দিয়েছে খেঁচা টান। হচ্‌কা গিঁট ততক্ষণে সিংহের গলায় আটকে গেছে। আর যায় কোথায়? তার জোর গেল কমে। ফাঁসে লটকে আছে। চার হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ঝুলছে।

সিংহকে কিছুক্ষণ এরকম ঝুলিয়ে রেখে ঘোড়াওয়ালা রশিটা হঠাৎ করে দিল ছেড়ে। সিংহের পুত সিংহ ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেল। রশির হাল্কা গিঁটও গেল খুলে। সিংহ উঠে দে-দৌড়। দৌড়ায় আর বলে,

এইডা বিলে টেবলাইন্যা,
এইডা দু খেঁছা টানা।

সৈকত কালেকশন

ও মাগো মা। ভাগ্যিস গাছ থেকে আমাকে খেঁছা টান দিয়েছে। মাটিতে নামলে কি আর ছাড়ত?

একথা বলে আর সিংহ ছোটে। সে কী ছুট ছুট! ছোটে আর খেঁছা টানার কথা বলে। এমন সময় বাঘ কাছে গিয়ে বলে, কী মামু, আমি তোমাকে আগেই তো বলেছিলাম, টেবলাইন্যার ধারে-কাছে যাইও না। যাইও না। তবুও শুনলে না। এখন কী রকম?

সিংহ বাঘের কথা শুনে হাঁফায় আর বলে, কে বলেছে ওটা টেবলাইন্যা, এটা খেঁচকা টানা। তা যা হয়েছে তো হয়েছেই। ঐ যমের কাছে আর জীবনেও যাব না।

এসব কথা বলতে বলতে বাঘ আর সিংহ একটা নিরালা-নির্জন জায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছে। একটু পরে এক শেয়াল এসে বাঘকে আর সিংহকে এক জায়গায় দেখে বলে, বড় ভালো হল। মামুদের খুঁজতে খুঁজতে আমিও হয়রান হয়ে গেছি। আপনাদের দু' জনকে একটু আমার বাড়িতে যেতে হয় যে!

বাঘ বলল, কী রে শেয়াল, কী জন্য?

শেয়াল বলল, একটু বিচার করে দেওয়া লাগে। আপনাদের বৌমা আজ দু-তিন দিন ধরে আমাকে বাড়িতে জায়গা দেয় না। কেন দেয় না এটা খালি জিগ্যেস করে দেখবেন। আর কিচ্ছু না।

এদিকে বাঘ-সিংহের জীবন নিয়ে টানাটানি। এখন বিচারের কথা শুনে তারা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, না রে শেয়াল, এখন যাব না।

তারপর বাঘ বলল, এখানে একটা টেবলাইন্যা এসেছে।

বাঘের কথা শুনে সিংহ বলে, আরে না বেটা, টেবলাইন্যা না, খেঁচকি টানা।

বাঘ আর সিংহের কথা শুনে শেয়াল বলে, ও মাগো মা, এটা কী বললেন। টেবলাইন্যা কী আর খেঁচকি টানাই বা কী? এরকম কোনো কিছুর নাম তো কোনো কালে শুনি নি?

সিংহ বলে, আরে যা যা বেটা। তুই আবার কোথাকার কী যে, সব শুনবি? আছিস আছিস ভালোই আছিস। এই নাম শুনে আর কাজ নেই।

শেয়াল বলে, আচ্ছা মামা, ঐ নাম আর নেব না। আমার বিচারটা একটু করে দিয়ে যান। না হয় আমার মান-সম্মান থাকে না।

সৈকত কালেকশন

কি করবে বিচার আর কী করবে কি। সেদিকে যেতে সিংহও ভয় পায়, বাঘও ভয় পায়।

তো শেয়াল বলে, আপনারা ডরাইলে আমি আগে আগে যাব না হয়। তবুও আমার বিচারটা করে দিয়ে যান।

শেয়ালের কথা শুনে দু' জনে রাজি হল। কারণ যেতেও চায় না, না গিয়েও পারে না। না গেলে মান থাকে না, গেলেও প্রাণের ভয়।

তো শেয়াল যায় আগে আগে, বাঘ ও সিংহ যায় শেয়ালের থেকে এক কানি ক্ষেত পিছে। এক কদম যায় দু' কদম পিছে যেতে চায়। এভাবে একটু একটু করে কোনো মতে শেয়ালের গর্তের কাছে গেল। বাঘ ও সিংহ গর্ত থেকে এক কানি ক্ষেত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং বলল, ওরে শেয়াল, তুই আগে তোর ঘরে যা, আমরা তোর পেছনে পেছনে এলাম বলে। এই বলে বাঘ ও সিংহ দাঁড়িয়ে পড়ল।

এদিকে হয়েছে কী সিংহ পালিয়ে যেতেই ঘোড়াওয়ালা ভাবল, এই যে সিংহ দৌড়ে যাচ্ছে, সে আরও সিংহ নিয়ে না-জানি আসে। অনেক সিংহ নিয়ে আসলে আমাকে তো আর ছেড়ে কথা বলবে না। বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে।

এই ভেবে ঘোড়াওয়ালা গাছ থেকে নেমে যেতে শুরু করল। যাচ্ছে যাচ্ছে, কিছুদূর গিয়ে দেখে শেয়াল আসছে আগে আগে, সিংহ ও বাঘ আসছে পিছে পিছে। এই দেখে ঘোড়াওয়ালা মনে মনে বলে, সব্বনাশ হয়েছে, এখন বাঁচার আর পথ নেই, তিন জনে দেখি সল্লা করে আসছে।

তাই দিশকুল না পেয়ে ঘোড়াওয়ালা সামনে একটা গর্ত দেখে তাতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল। বসে রইল চুপচাপ। এই গর্তেই শেয়াল ফিরছিল। শেয়ালী তখন কোথায় যেন গেছে, তাই গর্ত খালি।

শেয়াল বাঘ ও সিংহকে নিয়ে আসতে আসতে দেখে তারা অনেক পেছনে। শেয়াল তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে ডাকতে ডাকতে গর্তের ভেতর পিছন দিয়ে ঢুকতে লাগল। সে পিছন ফিরে ঢুকছে দেখে ঘোড়াওয়ালা বলল, মেরে ফেলেছে ।

ঘোড়াওয়ালা কী আর করে। দিশা-নিশা না পেয়ে সে শেয়ালের লেজটা শক্ত করে ধরে টানতে লাগল। টানতে টানতে একবার গর্তে ঢোকায় আবার ঠেলা মেরে বের করে দেয়। একবার টানে আবার দেয় জোর ঠেলা। বাঘ ও সিংহ দূর থেকে ব্যাপারটা দেখে দে-দৌড়।

সৈকত কালেকশন

বাঘ ছুটতে ছুটতে বলে, শেয়ালকে টেবলাইন্যায় ধরেছে।
সিংহও ছোটে আর বলে, এই ধরেছে, খেঁছকি টানায় ধরেছে।

ঘোড়াওয়ালা আর একবার টেনে-টুনে আবার দিয়েছে ছেড়ে। চাড়া পেয়ে শেয়াল দৌড়ায় আর বলে, কে বলেছে টেবলাইন্যা, আর কে বলেছে খেঁচকি টানা, এটা টেবলাইন্যাও নয়, খেঁচকি টানাও নয়, এ হল গিয়ে, আমদানি আর রপ্তানি।

অনেকক্ষণ গেল। বাঘ ও সিংহের সাড়া-শব্দ না পেয়ে ঘোড়াওয়ালা গর্ত থেকে বের হয়ে গেল বাড়িতে। কোনো রকম বিপদে না পড়ে গেল পৌঁছে।

আমার কাহিনীও ফুরিয়েছে।

একেবারে গাছ ওপড়ানোর মতো।

সৈকত কালেকশন

তাঁতি ও ঘোড়ার ডিম

এক তাঁতি।

তার ছিল আদুরে এক ছেলে। সে স্কুলে যায়। মা-বাবার কথা শোনে। খুব ভালো ছেলে। কিন্তু সে যখন যা চাইত, সেটি না নিয়ে কিছুতেই ছাড়ত না।

সেই ছেলে একদিন মন খারাপ করে স্কুল থেকে ফিরল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবা, আমি আর স্কুলে যাব না।

হয়েছে কি, ধনীর ছেলেরা ঘোড়ায় চড়ে স্কুলে যায়। তা দেখে তাঁতির ছেলে বাপকে বলল, আমার কেন ঘোড়া নেই, আমাকে ঘোড়া এনে দাও। এই বলেই ছেলে নেচে নেচে কাঁদল, তারপর গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর বই ছুঁড়ে মারল, শ্লেট ভাঙল। বাপের হুঁকো ভাঙল, কল্‌কে শেষ করল। তারপর খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল।

ছেলের কান্না শুনে তাঁতি একেবারে থ। সে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল, হায়রে এখন আমি কী করি, ঘোড়া কোথা পাই? ঘোড়া কিনতে যে ঢের টাকা লাগে।

ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ওরা ঘোড়ায় চড়ে স্কুলে যায়। আমি যাই পায়ে হেঁটে। এখন থেকে তা আর হবে না, ঘোড়া কিনে দিতেই হবে, নইলে আর স্কুলে যাব না।

ছেলের সব কথা শুনে তাঁতি ভাবল, ঘোড়ার তো অনেক দাম। অত টাকা পাব কোথায়? একটা ঘোড়ার ডিম না হয় কিনি। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটবে। বাচ্চা ঘোড়া হবে বড় ঘোড়া।

তারপর ছেলেকে বলল, আচ্ছা বাবা, তোর জন্য ঘোড়া কিনতে যাচ্ছি। কাল থেকে স্কুলে যাবি।

ছেলে শুনে ভারি খুশি। এবার থেকে সে ঘোড়ায় চড়ে স্কুলে যাবে।

এদিকে তাঁতি ঘোড়ার ডিমের খোঁজে এ-হাটে যায়, ও-হাটে যায়, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যায়, গঞ্জে যায়। সেখান থেকে আরো দূর গাঁয়ে

সৈকত কালেকশন

যায়। যেতে যেতে হাঁক দিয়ে বলে, ঘোড়ার ডিম বেচবে গো, গোড়ার ডিম বেচবে?

লোকে শুনে হাসে। ভাবে লোকটা পাগল, নয়তো বোকা। তাঁতির কিন্তু ওসবে খেয়াল নেই। চিৎকার করে বলে, ঘোড়ার ডিম বেচবে গো, ঘোড়ার ডিম বেচবে?

লোকের আর বুঝতে বাকি রইল না যে, লোকটা পয়লা নম্বরের বোকা। তখন হাসতে হাসতে কেউ ঠাট্টা মস্করা করে, কেউ বালি ছোড়ে, কেউ দূর দূর বলে। ছেলের দল তার পিছু পিছু হৈ-হৈ করতে করতে টিটকারি দেয়। লোকের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে তাঁতি আরেক গ্রামে যায়, সেখানেও তার একই দশা। আবার সে চলতে শুরু করে। শেষে পৌঁছুল এক গঞ্জে।

এমন সময় গঞ্জের এক ঠগ্ এসে বলল, দেখো বাপু, ঘোড়ার ডিম আছে বটে, তবে দাম লাগবে একশ টাকা। তার কমে কিছুতেই দিতে পারব না। সে ভাবল, ঘোড়ার ডিম তো পাওয়া গেল, দামে কী আসে যায়। শেষে অনেক দর কষাকষির পর পাঁচ টাকায় রফা হল।

ঠগ্ বলল, তা বাপু আজ নয়, কাল সকালে এসো। স্নান করে, পবিত্র হয়ে, শুদ্ধ মনে তুমি ঘোড়ার ডিমটা নিয়ে যেও। কারণ এ তো আর যা তা ব্যাপার নয়, একেবারে পক্ষিরাজ ঘোড়ার ডিম। তাঁতিও ভাবল, বটে বটে, অনেক ঘুরে একটা ডিম যে পাওয়া গেল তা বাপের ভাগ্যি।

পরদিন সকালে ডিম নিয়ে মহা খুশি তাঁতি চলল বাড়ির পথে। খুশিতে সে বাগ্‌বাগ্। যেন নিজেই পক্ষিরাজ ঘোড়া হয়ে গেছে তেমনি উড়ে চলতে লাগল, যেন দুনিয়ায় তার মতো ভাগ্যবান কেউ নেই।

পথে যেতে যেতে তাঁতি দেখে কি, ধানক্ষেতের একটুখানি পানিতে ফরফর করছে ছোট ছোট কৈ, পুঁটি, মরলা, টেংরা, খলসে। মাছের লোভ সামলাতে না পেরে তাঁতি ঘোড়ার ডিমটা পথের ধারের পুকুর পাড়ে রেখে মাছ ধরতে নামল। কাপড়ে দিল মাল কোঁচা, মুখে দাড়ি খোঁচাখোঁচা। ঘোড়ার ডিমও পেয়েছে, কিছু মাছ পেলেই হয়।

ঠিক তখন একটা ভিট্‌রে শেয়াল পাড়ায় মোরগ চুরির আশায় ঘুরঘুর করছিল। তার পায়ে লেগে গড়াতে গড়াতে ঘোড়ার ডিম গেল ফেটে। তা দেখে শেয়াল দিল ভোঁ-দৌড়।

শব্দ শুনে তাঁতি যেই না তাকাল, দেখে কি, ঘোড়ার ডিম ফেটে চৌচির, শেয়াল যাচ্ছে, অমনি মাছ-টাছ ফেলে সে ছুটল ঘোড়ার বাচ্চা ধরতে। শেয়াল দেখে মহা বিপদ, লোকটা তার দিকে ছুটছে। অমনি শেয়াল দিল আরো জোরে ছুট। তাঁতিও ছুটল প্রাণপণে তার ঘোড়ার বাচ্চা ধরতে। শেয়ালও ছুটে, তাঁতিও যায় পিছু পিছু। শেয়াল মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে দেখে, দেখে তাঁতি পিছু ছাড়ছে না।

ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে একেবারে সন্ধে।

তা শেয়ালের সঙ্গে ছুটে মানুষ কি পারে? শেয়াল এতক্ষণ মজা পেয়েছিল। যখন দেখে তাঁতি একেবারে নাছোড়বান্দা তখন শেয়াল তাকে বনের ভেতর দিয়ে, নদী-নালা পার করে কোথায় যে নিয়ে গেল, তার ঠিকানা নেই। শেষে শেয়াল এক ফাঁকে এক জায়গায় টুক করে লুকিয়ে পড়ল। তাঁতি হারাল পথ, মাথায় পড়ল বাড়ি। সে মনের দুঃখে এবং ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে পড়ল। বসে হাঁপাতে লাগল। ক্লান্তিতে দু' চোখে নামল আঁধার।

এদিকে আকাশে উঠল মেঘ, ছুটল শোঁ শোঁ হাওয়া, শুরু হল বৃষ্টি টিপ্-টিপ্, টিপ্-টিপ্। তাঁতি উপায় না দেখে পাশের এক বাড়িতে আশ্রয়ের আশায় গেল। বাড়িটা ছিল এক লোকের, তার বউ নেই, কেউ নেই, আছে এক ছেলে। লোকটি তাঁতিকে বলল, থাকো গে ঐ দেউড়ির ঘরে।

ঘরে শুয়ে তাঁতির ঘুম আসে না। পাঁচ টাকার ঘোড়ার ডিমের বাচ্চা গেল হারিয়ে। সে চিন্তায় কিছুতেই ঘুম আসে না। ছেলেকে দেবে কী? এত কষ্টের শেষে এই ফল হল।

তখন লোকটির ছেলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাবাকে বলল, বাবাগো, বাইরে যাব, বাইরে যাব। লোকটির চোখে তখন মাত্র ঘুম নেমেছে। ছেলেকে শান্ত করার জন্য, ঘুমচোখে ভয় দেখানোর জন্য বলল, বাইরে যে যাবি, টিপটিপানির বড় ভয়। বাঘের চেয়ে টিপটিপানির ভয় বেশি।

ঠিক সে সময় একটা বাঘ তাঁতিকে ধরার জন্য দেউড়ির ঘরের বাইরে ওত পেতে বসেছে মাত্র। তাঁতি বের হলেই ধরবে এই আশায় বাঘ শিকারে বসেছে। এদিকে লোকটির কথা শুনে তো তার আক্কেল গুড়ুম। ওরে বাপ্, বাঘের চেয়ে টিপটিপানি শক্তিশালী? টিপটিপানি কেমন জীব? বাঘ বুঝে নিল

সৈকত কালেকশন

টিপটিপানি রাক্ষস বা ভূত-টুত কিছু হবে। তখন থেকেই বাঘ কেবল ভাবছে, টিপটিপানি যদি আসে সে কোনখান দিয়ে পালাবে।

টিপটিপানি বলতে লোকটি বৃষ্টিকেই বোঝাতে চেয়েছিল। বাঘ বুঝল কিনা অন্য অর্থ। ওদিকে ঘোড়ার বাচ্চার চিন্তায় রাতের আঁধারে বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাঘকে দেখে তাঁতি করল ভুল। সে ভাবল এই তো আমার পক্ষীরাজের বাচ্চা। আর তক্ষুণি সে চুপিচুপি দরজা খুলে এক লাফে বাঘের পিঠে চেপে বসল।

বাঘ ভাবল — এই সেরেছে, টিপটিপানি। অমনি দিগবিদিক ভুলে ছুটল বাঘ। বাঘ ছোটে, লাফায়-ঝাঁপায়, পিঠ থেকে ফেলে দিতে চায়। কিন্তু, কিছুতেই কিছু হবার নয়। তাঁতি বলে, যত জোরে ছোটো না কেন আর ছাড়ছি নে বাপু। কথা শুনে বাঘ আরো জোরে ছোটে। ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে বন-বাদাড় তোলপাড়। তাঁতি কিন্তু আর নামে না। সারা রাত এভাবে কাটল।

ভোর হতেই তাঁতি দেখে, এতো ঘোড়ার ছানা নয়। এ যে বাঘ! এবার আর রক্ষে নেই। বাপরে বাপ্।

বাঘ বলল, দোহাই টিপটিপানি দাদা, আমার পিঠ থেকে নামো, আমি তোমাকে পূজা করব, দুধ-কলা দেব, সকাল-সন্ধ্যা প্রণাম করব, আর দেব ফুল।

এদিকে তাঁতি তো জানে না বাঘ তাকেই টিপটিপানি বলছে। সে খালি ভাবছে কী করে সে রক্ষা পাবে। ওসব পুজো-টুজোয় তার কাজ নেই। এখন প্রাণে বাঁচলেই হয়।

বাঘের পিঠ থেকে নামা তো আর সহজ নয়। তাই সুযোগের অপেক্ষায় তাঁতি বাঘের পিঠে বসে রইল। এক সময় বাঘ ছুটতে ছুটতে এক বটগাছের নিচে দিয়ে চলল। তাঁতি অমনি বটগাছের একটা ডাল ধরে টুক করে ঝুলে পড়ল। অমনি বাঘের ধরেও প্রাণ ফিরে এল। যাক গে। টিপটিপানি তাহলে তাকে ছেড়েছে। সেই আনন্দে বাঘ ছুটতে লাগল। যাতে টিপটিপানি তার নাগাল না পায়।

বনের ভেতর গাছের ডালে বসেছিল এক বানর। বাঘকে অমন করে ছুটতে দেখে বানর বলল, বাঘ মামা, ও বাঘ মামা, বলি অমন হন্তদন্ত ছুটছ কোথায়?

সৈকত কালেকশন

বাঘ বলল, পড়েছিলাম টিপটিপানির পাল্লায়, কোনো মতে প্রাণে বেঁচে এসেছি। সারারাত আমার পিঠে চড়ে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। ঐ যে বড় বট গাছটা আছে, তার ডালে বসে আছে।

বানর বলল, টিপটিপানি আবার কী? চলো তো দেখি, সে কেমন আজব প্রাণী?

বাঘ বলল, আমার ধড়ে প্রাণ থাকতে আর নয়। সারারাত জ্বালিয়েছে। এখন যদি আবার পায় আস্ত রাখবে না। — এই বলে বাঘ দে-ছুট।

কৌতূহলী হয়ে বানর ছুটল সেই বটগাছের দিকে। এদিকে বৃষ্টির জন্য তাঁতি বটগাছ থেকে নেমে গোড়ার কোটরে আশ্রয় নিল। সারারাতের ধকলের পর তাঁতি আয়েশ করে একটু আরামের নিঃশ্বাস নিচ্ছে অমনি বানরের লেজটা এসে পড়ল কিনা তার নাকের ডগায়। বানর সারাগাছের কোথাও টিপটিপানি খুঁজে না পেয়ে বসেছিল লেজ ঝুলিয়ে, সেই লেজের ডগা গিয়ে পড়ল একেবারে তাঁতির নাকের ওপর।

ভীতু তাঁতি একটু সাহস সঞ্চয় করে বানরের লেজটা দু' হাতে চেপে ধরে বোঁ বোঁ ঘোরাতে লাগল। তাতে বানরের আত্মা খাঁচা ছাড়া হওয়ার উপক্রম। চোখে মুখে নেমে এল আঁধার। এত কিছুর মধ্যেও বানর ভাবল — বাঘ একটা ডাহা মিথ্যুক। এতো টিপটিপানি নয়, এ হচ্ছে গিয়ে ঘুরনচরকি। তাঁতিও বানরটাকে বাগে পেয়ে মনের সুখে ঘুরিয়ে নিয়ে এক সময় হঠাৎ করে দিল ছেড়ে। বানরও ছিটকে গিয়ে পড়ল ঊনত্রিশ হাত দূরে। পড়ে গিয়ে বানর যেই উঠতে যাবে অমনি মাথা ঘুরে পড়ে যায়। উঠতে যায়, অমনি যায় পড়ে। তবুও ঘুরনচরকির হাত থেকে প্রাণে বাঁচার জন্য পড়িমরি ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে পড়ল এক ভালুকের সামনে। ভালুক বলল, কী হে বানর ভায়া, ব্যাপারটা কী খুলে বলো তো দিখিন! অমন করে ঢুলে ঢুলে পড়ছ কেন? আর এত হাঁফাচ্ছই বা কেন?

বানর বলল, ওরে বাপস, সে হল গিয়ে ঘুরনচরকি।

ভালুক বলল, ঘুরনচরকি আবার কী? এত বছর বনে রইলাম, কই এমন আজব কথা তো শুনি নি।

বানর বলল, মিথ্যুক বাঘ বলেছে কিনা, সে পড়েছে টিপটিপানির পাল্লায়। ঐ যে বটগাছটায় সে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু টিপটিপানি মোটেই নয়, সে এক মস্ত বড় ঘুরনচরকি। ওরে বাপস্, সে কি যা তা ঘুরন! তুমি ভাবতেই পারবে

সৈকত কালেকশন

না! এমন আজব জীবের কথা কেউ কোনোদিন শোনে নি, কেউ কোনোদিন দেখেও নি!

ভালুক ভাবল — দেখে আসি তো সে কেমন আজব জীব? কেমন ঘুরনচরকি?

এদিকে একবার বাঘ, একবার বানরের পাল্লায় পড়ে তাঁতির প্রাণ নিয়ে টানাটানি। বৃষ্টিও থামে না। সে আবার সেই কোটরে গিয়ে ঢুকল। ঢুকে কোটরের মুখে কয়েকটা ডালপালা জড়ো করে নিল। বলা তো যায় না আবার কে এসে জ্বালাতন করে। তারপর একটু হাঁফ ছাড়বে, অমনি ভালুক এসে সেই কোটরের মুখে ডালপালার ওপর হেলান দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে চারদিকে তাকায়, অমনি সেই আলগা ডালপালাসমেত ভালুক পড়ল চিৎপটাং হয়ে। পড়বি তো পড় একেবারে তাঁতির ঘাড়ে। তাঁতি দেখে এতো আবার নতুন উৎপাত! সে ভালুকের ভার সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে বলে উঠল, ওম্ খপ্।

আর যায় কোথায়। ঘটনার আকস্মিকতায় ভালুক দিল ছুট।

ছুটতে ছুটতে বলতে লাগল, কোথায়-বা টিপটিপানি আর কোথায়-বা ঘুরনচরকি! এতো দেখি, ওম খপ্। বাঘও মিথ্যুক, বানরও মিথ্যুক। বলতে বলতে ভালুক ছুটতে লাগল প্রাণ নিয়ে, বন তোলপাড় করে। ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুট-তে ছু-ট-তে পড়ল শেয়ালের সামনে।

ডাক ছেড়ে শেয়াল বলল, অমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটছ কোথায় ভালুক ভায়া?

হাঁফাতে হাঁফাতে সব কথা বলে ভালুকও দে-ছুট।

শেয়াল ভাবল — দেখি তো কী রকম ওম্-খপ্! বলে সেই বটগাছের তলায় গিয়ে দেখে কোথায় টিপটিপানি, কোথায়-বা ঘুরনচরকি! দেখে জলজ্যান্ত এক মানুষ। তখন শেয়াল তাঁতিকে বলল, তুমিই বুঝি ভালুকের ওম্-খপ্? তুমি বুঝি বাঘ আর বানর-ভালুককে জ্বালিয়েছ? এবার আমি তোমায় খাব।

শেয়ালের কথা শুনে তাঁতির আক্কেল গুড়ুম। তবুও পর পর অনেক ঘটনার মুখোমুখি হয়ে মনে একটু সাহস জমে উঠেছে, বেড়েছে বুদ্ধি। সে শেয়ালকে বলল, খাবেই যখন, তার আগে আমাকে একটু পানি খেতে দাও। মরার আগে আমার শেষ ইচ্ছা একটু পানি খাব।

সৈকত কালেকশন

শেয়াল বলল, ঠিক আছে, প্রাণ ভরে পানি খেয়ে তৈরি হও মৃত্যুর জন্য।

তাঁতি সুযোগ পেয়ে পেট পুরে পানি খেল। দু' দিন ধরে পেটে দানাপানি পড়ে নি। পানি খেয়ে সে ধেই ধেই নাচতে লাগল। নাচার সঙ্গে সঙ্গে তার পেটের পানিও শব্দ করতে লাগল গুব-গুব ডুব-ডুব।

শেয়াল বলল, তোমার পেটের ভেতর কী? কিসের শব্দ হচ্ছে?

তাঁতি বলল, আসছে। এই এল বলে।

শেয়াল বলল, কী আসছে, কে এল বলে?

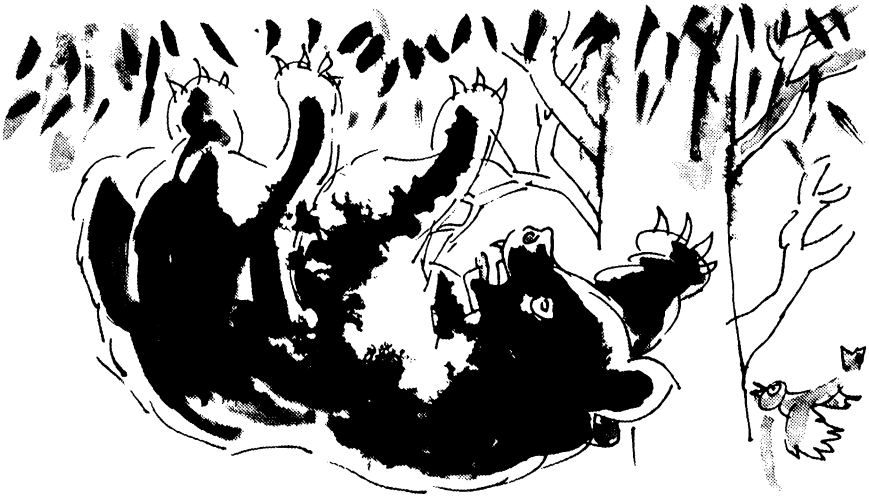

শেয়াল চিৎকার করে বলে উঠল, ওম খপ

তাঁতি বলল, কালা, ধলা, লাল সবাই আসছে। এ হল গিয়ে তাদের আসার শব্দ।

শেয়াল ভয়ে ভয়ে আবার প্রশ্ন করল, কারা আসছে খুলেই বলো না বাপু।

তাঁতি বলল, কালা কুকুর, ধলা কুকুর, লাল কুকুর সবাই আসছে।

কুকুরের নাম শুনেই শেয়াল আর সেখানে থাকে? চোখের পলকে একেবারে হাওয়া।

আর তাঁতিও বেঁচে গেল। ফিরল বাড়ি।

তাঁতিকে দেখে ছেলে বলল, কই বাবা, আমার ঘোড়া কই?

তাঁতি ছেলের গালে কষে এক চড় বসিয়ে বলল, এই নে তোর ঘোড়া।

চড় খেয়ে ছেলেও আর কোনোদিন ঘোড়ার কথা বলে নি।

সৈকত কালেকশন

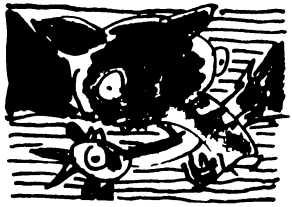

শেয়ালের বুদ্ধি

সেই দেশে এক বছর খুব বড় বান হল। এত বড় বান হল যে ঘর-বাড়ির চাল ডুবে গেল। মানুষ খুব বিপদে পড়ল। এমন কি বনের পাখ-পাখালিও রক্ষা পেল না। শেয়াল ও শেয়ালী থাকত সেই বনে। তারা এক উঁচু জায়গায় চলে গেল। সেখানে গিয়ে ব্যাঙ-ট্যাং খেয়ে কোনো মতে জীবন বাঁচিয়ে রাখল। কিছুদিন পর ব্যাঙ-ট্যাং ফুরিয়ে গেল, তখন তারা আর খাবার পায় না। তাই সেখান থেকে সাঁতার কেটে আর এক উঁচু জায়গায় চলে গেল। গিয়ে দেখে, এয়া বড় এক বাঘ বসে আছে। বাঘ দেখে শেয়াল তার শেয়ালীকে বলে, তুই এখানে বসে থাক, আমি আগে বাঘের সঙ্গে দেখা করে আসি। তার মন-মেজাজ বুঝে আসি।

এই কথা বলে শেয়াল বাঘের কাছে গিয়ে বলল, বাঘ মামা, সেলাম সেলাম।

বাঘও বলল, সেলাম সেলাম।

শেয়াল বলল, ভালো আছেন তো।

বাঘ বলল, এক রকম আছি। তুমি কেমন আছ?

শেয়াল মুখ পেরেশান করে বলল, কী আর বলব মামা, ব্যাঙ-ট্যাং পাই না, দিনকাল খুব খারাপ।

একথা শুনে বাঘ একটা উঁচু জয়গা দেখিয়ে দিল। শেয়াল ও শেয়ালী সেখানে গিয়ে মনের সুখে ব্যাঙ-ট্যাং ধরে খেতে লাগল। মনের আনন্দে 'কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া' করতে লাগল।

কিছুদিন বাদে সেখানকার ব্যাঙ-ট্যাংও ফুরিয়ে গেল। তখন শেয়াল-শেয়ালী সাঁতরে অন্য জায়গায় চলে গেল।

সেখানে গিয়ে দেখে বিরাট এক বন-মোষ বসে আছে।

শেয়াল তখন শেয়ালীকে বলল, তুই এখানে বসে থাক, আমি আগে মোষ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসি। তার মন-মেজাজ বুঝে আসি।

একথা বলে শেয়াল মোষের কাছে গিয়ে বলল, মোষ বন্ধু, সেলাম সেলাম।

উত্তরে মোষ বন্ধু সালাম জানাল।

শেয়াল বলল, কেমন আছেন মোষ বন্ধু?

সৈকত কালেকশন

মোষ বলল, এক রকম আছি। তুমি কেমন আছ?

শেয়াল বলল, খাবার-দাবার পাচ্ছি না, তাই খুব কষ্টে আছি। এসব কথা-টথা বলার পর শেয়াল-শেয়ালী উঁচু একটা জায়গায় থাকতে লাগল। কিছুদিন যাওয়ার পর সেখানকার খাবারও শেষ হয়ে গেল। কিন্তু বানের পানি আর শুকোয় না। তাই শেয়াল ভাবতে লাগল কী ভাবে বাঘ ও মোষের মধ্যে ঝগড়া লাগানো যায়।

তারপর শেয়াল একদিন সাঁতার কেটে বাঘ যেখানে থাকে সেখানে গেল। গিয়ে সালাম জানিয়ে বাঘকে বলল, বাঘ মামা, ওখানে এক মোষ আছে। সে আপনাকে যা গাল দিচ্ছে তা আর বলার নয়, শোনারও নয়।

বাঘ একথা শুনে খুব রেগে গেল এবং বলল,কি? আমাকে গাল দিচ্ছে? আমি এখুনি গিয়ে তার ঘাড় মটকে খাব।

শেয়াল খুশি মনে বাঘকে সেলাম দিয়ে আবার সাঁতার কেটে মোষের কাছে গেল। বলল, মোষ বন্ধু, ওই জঙ্গলে এক বাঘ আছে। সে আপনাকে যা গাল দিচ্ছে তা আর বলার নয়, শোনারও নয়।

একথা শুনে মোষের খুব রাগ হল।

মোষের থেকে বাঘের রাগ খুব বেশি। তাই সে সাঁতার কেটে গিয়ে মোষের ঘাড় মটকে মেরে ফেলে। তারপর তার কলজের রক্ত চুষে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন শেয়াল আর শেয়ালী মনের সুখে সেই মোষের গোস্ত খেয়ে আর কিছু গোস্ত নিজেদের ডেরায় সামলে-সুমলে রাখল।

বাঘ ঘুম থেকে উঠে দেখে শেয়াল-শেয়ালী মোষের গোস্ত খাচ্ছে। বাঘকে ঘুম থেকে উঠতে দেখে শেয়ালী খুব ভয় পেয়ে গেল।

বাঘ তখন বলল, কোনো ভয় নেই মামানী, তোমরা যা পার খাও।

এভাবে কিছু দিন কাটল। বানের পানি তখনো কাটে নি। এদিকে বাঘ আর কিছু পায় না। সব খাবার শেষ। শেয়াল তখন মোষের গোস্ত ডেরা থেকে বের করে তার পাছার নিচে রাখে আর একটু একটু করে খায়।

বাঘ বলল, ও ভাগনা-ভাগনি, তোমরা কি খাও?

শেয়াল বলল, আজ সাতদিন ধরে উপোস আছি। খিদের জ্বালায় আর পারি না। তাই নিজের পাছার গোস্ত খাচ্ছি।

বাঘ তখন বলল, সে কি ভাগনে? তোমার নিজের পাছার গোস্ত খাচ্ছ? তাহলে যে তোমার নিজের গোস্ত কমে যাবে।

শেয়াল বলল, এখন আগে বাঁচি। যখন বানের পানি শুকিয়ে যাবে তখন খেলে-দেলে আবার গোস্ত পূরণ হবে।

সৈকত কালেকশন

সেই বাঘ ছিল একেবারে বোকার হদ্দ। তাই শেয়ালের কথায় বিশ্বাস করে নিজের পাছার গোস্ত ছিঁড়ে খেতে শুরু করল। আর কয়েক দিনের মধ্যে বাঘের পাছায় ঘা হয়ে গেল। সেই ঘায়ের ব্যথায় ছটফট করতে লাগল। মাছি বসে পোকাও পড়ল।

পোকার কামড়ে দিশেহারা হয়ে বাঘ পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে লাগল। এভাবে কয়েকদিন ছোটাছুটি করার পর সে দুর্বল হয়ে আর কিছু খেতে না পেয়ে একেবারে মরে গেল।

সেই ঘায়ের ব্যথায় ছটফট করতে লাগল

তখন শেয়াল-শেয়ালীর খুশি দেখে কে। তারা আস্তে আস্তে বাঘের গোস্ত খেতে লাগল। যেদিন গোস্ত খাওয়া শেষ হল সেদিন বানের পানিও শুকিয়ে গেল। তখন তারা চিৎকার করে উঠল, — কেয়া হুয়া।

এভাবে তারা বানের সময় খেয়ে-দেয়ে জীবন রক্ষা করল।

আমার কথাটি ফুরাল,
নটে গাছটি মুড়াল।
কেন রে নটে মুড়ালি?
ছেলে কেন পড়ে না।
কেন রে ছেলে পড়িস না?
মা কেন গল্প বলে না।

সৈকত কালেকশন

বিপ্রদাশ বড়ুয়া
জন্ম ১৯৪০ সালে চট্টগ্রামে। পড়াশুনা রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম ও ঢাকায়। সমকালীন ও চিরায়ত বিষয় নিয়ে তিনি আশ্চর্য কুশলতায় গল্প লেখেন, উপন্যাস রচনা করেন বড় ও ছোট সবার জন্য। পরিণত হাতের ছোঁয়ায় তিনি পাঠকদের দাঁড় করিয়ে দেন হাসি আনন্দ বিস্ময় ও রহস্যময় জগতে। ৩০ টির অধিক তাঁর বই। ১৯৯২-তে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। দুটি বই — 'রোবট ও ফুল ফোটানোর রহস্য' ১৩৯৫ সালে, এবং 'সোহরাব রুস্তম' ১৩৯৮ সালে অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু পুরস্কার নয় লেখাতেই আসল পরিচয়। অসামান্য তাঁর গল্পগুলো সেই সাক্ষ্য দেয়। চমৎকার সরস কাহিনী, সরল ভাষা, পরিবেশন ভঙ্গি অনন্য।

Price Tk. 35.00

সৈকত কালেকশন

'বাঘ মনে মনে কয়, খাইছে, আমারে তো টাগে ধরেছে। —
এই ভেবে দে-দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে একেবারে
পেরেশান। তবুও ছোটে। ছুটতে ছুটতে একেবারে সকাল।
তখন জোলা দেখে, সব্বোনাশ, এ যে বাঘ ! এখন উপায় ?

বাঘ তখনো ছুটছে। ছুটতে ছুটতে এক বটগাছের নিচে
পৌছুল। অমনি জোলা বটের ডাল ধরে গাছে উঠে গেল।
ঘাম ঝরে গেল, জোলা শান্ত হল।

বাঘ তখন কয়, খোদা আমাকে টাগের হাতে থেকে বাঁচাল।
আজই টাগের জন্য শিন্নি দেব। দলে ফিরে গিয়ে বাঘ
সবাইকে বলল — ভাইসব শোনো, কাল রাতে আমারে
টাগে ধরেছিল। খোদায় বাঁচাইছে। এখন সবাই চলো,
টাগের সেবা করে আসি। ওই বটগাছে টাগ আছে। . . .